বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

www.motaher21.net

আমার প্রিয় নানা ভাই

শুধু একজনকে সবচেয়ে কাছের মানুষ হিসেবে দেখিছি তিনি মরহুম মকবুল আহমদ। তার মৃত্যু পহেলা রমজান - ১৪৪২ রমজান। তাঁর সাথে প্রথম পরিচয় হয় ১৯৯১ইং সালে, তখন তিনি সংগঠনের সম্পাদক (চট্টগ্রাম জোনের) মরহুম মাওলানা তাহের ভাই জানালেন যে, কেন্দ্র থেকে দায়িত্বশীল আপনার সাথে দেখা করবেন রুকনীয়তের জন্য প্রশ্ন করবেন। এর আগে ততকালীন এর চট্টগ্রাম মহানগরীর রুকনীয়াতের বিভাগের BIA এর খতীব আব্দুল হালীম ভাই প্রথমে বিভিন্ন বিষয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার পর, মাওলানা তাহের ভাই (সাবেক ছাত্র ছিবিরের কেন্দ্রিয় সভাপতি) তিনিও সন্তুষ্ট হওয়ার পর কেন্দ্রিয় যোগাযোগের জন্য ব্যবস্থা করেন। এবং এই সূত্রেই তাঁর সাথে সাক্ষাত।

একজন নূরানী চেহারার খুবই আকর্ষণীয় মানুষকে দেখে খুবই ভালো লাগল। প্রথমেই ব্যক্তিগত তথ্যাদি জানলেন, হালাল-হারাম, আয়-ব্যয়, ইসলামের বিভিন্ন প্রশ্ন করার পর, জানতে চাইলেন বিয়ে করেছেন কি? আমি বললাম না, তিনি বললেন কেন? আমি বললাম আমার বড় ভাই বিয়ে করিনি এবং আমার ছোট বোনও বিয়ে হয়নি। তিনি বললেন তোমার বিয়ের ক্ষেত্রে এগুলো কোন শর্ত? আমি বললাম না, তবে সামাজিক বিষয়। আমি বললাম আপনি উপযুক্ত পাত্রী দেখুন। এর পরে আল হামদুলিল্লাহ আমার রুকুনিয়াত মঞ্জুর করা হয়।

এই সূত্র ধরে তার সাথে মগবাজার কেন্দ্র অফিসে মাঝে মাঝে সময় সুযোগ থাকলেই তার সাথে দেখা করতাম। তারপর ছোট বোনের বিয়ে দিলাম। মেঝ ভাইয়ের বিয়ে করালাম।

এরপর আমার পালা। আম্মা বোনেরা পাত্রী দেখা শুরু করলেন। তখন মতিউর রহমান আকন্দ ভাই (শি.কে. সভাপতি), বুলবুল ভাই (শি.কে. সভাপতি) তাদেরও বিয়ের কথা চলছে। আম্মাকে আমি শুধু একটি শর্ত দিলাম- মেয়ে নিকাব পড়তে হবে এবং ইসলামের পাবন্দ হতে হবে। এই শর্তে সবাই আটকে গেলেন। বুয়েটের ছাত্রী, ঢাকা বাড়ি গাড়ী, সুন্দরী ইত্যাদি পাওয়া যায়। কিন্তু আমার শর্তের কারনে আম্মা হাল ছেড়ে দিলেন। বললেন তোমার বিয়ে তুমিই দেখ। আমরা পেলাম না।

তারপর আবারো মকবুল সাহেবের সাথে বিয়ের বিষয়ে দেখা করলাম। গঠনাক্রমে দেখ হল মরহুম মুজাহিদ (সেক্রেটারী জেনারেল) ভাইয়ের সাথে কথা হয়। তিনি বললেন আমার একটি শর্ত আছে। তোমার বিয়ের বেপারে কোন শর্ত থাকবে না। আমি তোমাকে যা বলব সেটাই রাজী হতে হবে। তাহলে আমি দেখতে পারি। কিন্তু আমি বিষয়টি খুব একটা বুঝতে পারিনি? তার সাথে পরিচয় হয় সিংঙ্গাপুরে যাওয়ার সময়। তিনি যাচ্ছিলেন জাপানে এবং আমি যাচ্ছিলাম সিংঙ্গাপুরে।

তারপর মকবুল আহমদ আমাকে তিনটি প্রস্তাব দিলেন। প্রথম জন বায়োডাটা দেখে হিসাব করলাম তার থেকে প্রায় এক বছর বড়ু তাই সেটা বাদ দেয়া হলো। দ্বিতীয়টি আমাদের পছন্দ হলো। বায়োডাটা দেখা, ছেলে ও মেয়েদের আলোচনার পর পরবর্তীতে এটাই ঠিক করলো। আমার বিয়ের পর তার একটি নতুন পরিচয় হলো তিনি আমার ঘটক। এবং বিয়ের পর জানতে পারলাম তারপর মেয়ের সাথে তার সম্পর্ক হলো নানা। এবং আমার শ্বশুর বাড়ী এবং নানা ভাই (মকবুল আহমদ) এর পাশাপাশি বাড়ী। আমি পেলাম একজন নানা (মুরব্বী) এবং পথ প্রদর্শক। সাংগঠনিক সম্পর্কের সাথে সাথে আত্মীয়তার সুযোগ হওয়ায় তার সাথে যোগাযোগ এবং বন্ধুত্বতা অনেক বেশি দিনে দিনে বাড়তে থাকলো। এই সুযোগ আমার জীবনের একটি বড় পাওনা।

এই সুযোগ আরো বাড়লো যখন (সাবেক) আমীরের মাওলানা মতিউর রহমান গ্রেফতার হলেন। সরকার যখন দায়িত্বশীলদের বাড়ীতে অবস্থান করা সম্ভব হলো না। তখন নানা ভাই আমার সাথে অবস্থান করতে পারলেন। তিনি তখন ছিলেন আমার মেহমান, তিনি ছিলেন আমার একাধারে আমার সিকিরিটি গার্ড, ড্রাইভার। আমি তখন তার একান্ত সহচর। প্রায় দশ বছর পর্যন্ত তিনি আমার সাথে ছিলেন। যখন যেখানে যেতে হতো তখন

প্রায় সকল সময় আমার সাথে তিনি ছিলেন। আমার ছেলে মেয়েও তাকে খুব আদর করতেন। সম্ভবত তারই তাদের আত্মীয় সহজনের অভাবটা কিছুটা অবাব পূর্ণ করতেন। অনেক সময় আমার স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ে মাঝে মাঝে তাদের সাথে যেতেন। নানা ভাই আমাকে আমার ছেলে মেয়েদের সব সময় বিভিন্ন ধরনের জমা কাপড়, টুপি, পাঞ্জাবি ইত্যাদি সব সময় দিতেন। কিন্তু আমি তাকে খুব কমই দেওয়ার সুযোগ হতো। আমি দিলেও প্রায় সময় বলতেন দেখ আমার কাজে এতগুলো জামা দিয়ে কি করব? তিনি আমাকে সম্ভবত তিনটি পাঞ্জাবি দিতে পেরেছি। কিন্তু তিনি আমাকে প্রায় সকল ঈদে আমাকে অবশ্যই দিতেন। আর আমার ছেলে মেয়েদের তোন হিসাব নেই। কতকিছু যে তিনি দিয়েছে। যদি কিনতে না পারতেন আমাকে বলতেন মোতাহার তুমি এই গুলো কিনে নিয়ে আস। এগুলো আমার পক্ষ থেকে উপহার। আমার আমি সম্ভবত ঈদের টুপি সবগুলোই তার দেয়া। তিনি দুটা কিনলে আমাকেও একটা দিতেন।

আমাদের বাসায় খাবার, যাওয়া আসা ও মেহমানদের আপ্যায়ন করার দায়িত্ব ছিল শিপুর উপর। কে কখন আসতে পারেন বা অপ্যায়ন করতে হবে হালীম ভাই আগেই বলে দিতেন। আজকে কে কয়জন আসতে পারে। আমি শুধু তাদেরকে আসা যাওয়ার করার দায়িত্ব নিতাম। যদি বাইরে গেলে হলে আমার একটু ড্রাইভ ইত্যাদি কাজে সময় দিতে হতো। কিন্তু মেহমানদেরকে শিপুকেই বেশি সময় দিতে হতে। নানা ভাই এর সিম্পল ছিল খাওয়া দাওয়া খুবই পরিমিত। ফল-ফ্রেড ইদ্যাদিও প্রয়োজনীয় এবং পরিমিত ছিল। যেহেতু তার ডায়বেটিজ ছিল খুবই বেশী। তার প্রায় ৩৫ বছর পর ভায়বেটিজ ছিল। তিনি নিজই তার ইনসুলিন দিতেন। তিনি কখনো যে কাজ করতে পারতেন তা অন্য কাউকে দিতে চাইতেন না। এই দীর্ঘ সময়ে তাকে সব সময় দেখতাম তার নিজের মুশারী, বিছানা সব সময় নিজেই পরিপাটি করে রাখতেন। আমাকে বা কাউকে করতে দিতেন না।

আমি সম্ভবত তার খেদমত যথাযথ ভাবে পালন করতে পারি নাই। আমার সাথে তার কোন লেনলেনের সম্পর্ক ছিল না। যতটুকু দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি আমাকে দিতেন তা পালন করার চেষ্টা করতাম। আমি জানিনা আমার সাংগঠনিক ও ব্যাক্তিগত দাযিত্ব যথাযথ ভাবে পালন করতে পেরেছি কি? আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন এবং মরহুম মকবুল আহমদ কে (নানা ভাই) ক্ষমা করুন, আমিন।

মুহাম্মদ মোতাহার হোসাইন

www.motaner21.net

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

www.motaher21.net

আমার প্রিয় নানা ভাই

মুহাম্মদ মোতাহার হোসাইন

(নানা ভাই ও আমার বই)

নানা ভাই এর বই এর প্রতি খুবই আকর্শন ছিল। নানা ভাই এর মগবাজার অফিসে তার ছিল একটি আকর্শণীয় বই এর সংগ্রহ। যখনই তার সাথে দেখা হতো কোন না কোন নতুন বই উপহারই পেতাম। বই এর প্রতি আমারও অনেক আকর্শন ছোট বেলা থেকেই। আমার মনে পড়ে যখন ৫ম এর ছাত্র তখন আমার ফুফাতো ভাই এর সাথে জেঠাতো বোন এর সাথে বিয়ে হয়। সেই বই এর সময় তখন বিয়ের অনুষ্ঠানে আমি অনেকগুলো বই পাই উপহার। সেই বইগুলো পর দিনই আমি পড়তে শুরু করি। প্রথম পড়ি "বিষাদ কিছু" মুল মোশাররফ এর বইটি বসে বড় ভাই। কিন্তু এই বইটি প্রায় ২/৩ দিনেই শেস করেছি। সবাই যখন বিভিন্ন নাজ-গান, খেলাধুলা, কাদা পানিতে আনন্দ উল্লাশ করছিল আমি ছিলাম এক পাশে উঠানে নারার পালায় বসে বই পড়তে ব্যস্ত। এই বইটি এই উনুষ্ঠানেই ৪/৫ দিন ছিল আমি দুইবার শেস করে দিয়েছি। এর পর বাড়ীতে আসার পর হাতেম তাই এর পুথি, আরব্য উপন্যাস, পারস্য উপন্যাস ইত্যাদি দেশের গল্প সব শেষ করে দিয়েছি।

দশম শ্রেণীর ছাত্র যখন আমি তখন আমার সাথে পরিচয় হয় ইসলামী ছাত্র শিবির এর আমাদের সিতাকুন্ড স্কুলে ইসলামী ছাত্র শিবিরের কমিটি হয়। তখন আমি দায়িত্ব পাই সেক্রেটারী ও পাঠাগার সম্পাদকের। এর সাথে একটি নতুন ভুবনের পরিচয় হয়। আগে থেকে লেখা বই এর নেশার সাথে পাঠাগার সম্পাদক হিসাবে বই পেলাম অসংখ্য বই। এবং পাঠাগারের প্রায় সকল বই দ্রুতই শেষ করতাম। এরপর যখন আমি চট্টগ্রামে কলেজে ভর্তি তখনো আব্বু আমাদের বাসা শিপ্ট করে লালখান বাজারে বাসা নেন। সেখানেও আমার এলাকায় দায়িত্ব পাই বিভাগ সেক্রেটারী। এর সাথে তখন আমাদের একজন মুবুব্বীর সাথে পরিচয় হয় আব্দুর রহিম। তিনি তখনই বয়স প্রায় ৭০ বছর। তিনি জামাতের রুকন কিন্তু কোন মিছিল, প্রোগ্রামে কখনো তাকে মিস করতে দেখিনি। আমি ছিলাম তার হাতের লাঠি। আমাকে তিনি সব সময় তার সাথে রাখতেন। আর আমার বাসা ও তাঁর বাড়ী প্রায় ৫০ গজের মাত্র। তার ছোট ছেলে পুকুরে ডুবে মারা যায়। তিনি এই ছেলের নাম ছিল শাহীন। তার কয়েকটি দোকন ছিল। তিনি তার একটি পাঠাগার স্থাপন করেন। আর আমি হলাম এই পাঠাগার এর সম্পাদক। শিবির ও জামায়াতের সকল প্রোগ্রাম এখনেই হতো। তার ফলে আমার বই এর পড়া আর বেশি বেগমান হয়। পড়ার সাথে সাথে সব সময় নোট রাখতাম। আমি যেকোন প্রাগ্রামে দারস ও কুরআন সবসময়ই রাখতাম।

আমি রুকন হওয়ার পরে আমার হাতে প্রথম রুকন প্রথম সফল করতে হলাম মহছিনা রহমান আমার ৩য় বোন (বর্তমানে চট্টগ্রাম মহনগরীর একজন দায়িত্ব শীলা)। তখন একটি নতুন দিগন্ত। আসে মহিলাদের প্রোগ্রামে দারস দেয়া। আমি দেশে থাকলে প্রায় সময় আপা আমাকে দারস দিতে দায়িত্ব দিতেন। সম্ভবত তারাই ওমার দারস ভালো ভাবেই গ্রহন করতেন।

আমার বিয়ের পর প্রায় সময়ই আমার স্ত্রিও তার সাথে সেইল করতাম। একদিন শিপু বললো তুমিতো চেষ্টা করলে তুমি বই লিখতে পার। যেমন কথা তেমনি কাজ। আমি আল্লাহর নামে শুরু করলাম। বিশেষত আমরা চাই পূর্ণ কুরআনের বাস্তবায়ন। কিন্তু আমাদের শিক্ষায় ওয়াজ মাহফিল, খতিব, মাদরাসা বা সকল বিষয়ে কি পূর্ণঙ্গ শিক্ষা দেখা যায় কি? বিশেষতা কুরআনে আমরা কি কি বিষয়ে শিক্ষা পাই, কোন আদেশ, কোন নিষেধ, কি করতে হবে বা কি করা যাবে না। এই বিষয়ে বই খুজতে থাকলাম। কিন্তু চোখে পেলাম না। তাই এই লেখায় হাত দিলাম। বই লেখার পর মাওলানা তাহের ভাই (ছা.শি. কে. সভাপতি) কে দেখালাম। এরপর মাওলানা শামছুল ইসলাম (ছা.কে.স.ভা) (বর্তমানে নায়েব আমীর) তিনি খুব উৎসাহ দিলেন। এরপর আ.জ.ম ওবায়দুল্লাহ (প্রা.কে.স.বই.ই.ছা.শি) তিনি খুবই প্রশংসা করলেন। এবং ঢাকা থেকে এসে তার সাথে নিয়ে বইটি প্রকাশনার সকল ব্যবস্থা গ্রহন করেন।

এটাই আমার প্রথম প্রকাশিত বই। আর নানা ভাইকে বইটি উপহার দিলাম। বইটি দেখে খুবই খুশি হলেন। এবং কয়েকজন কে বইটি উপহারের জন্য নিলেন।

- হে মুমিনগণ:

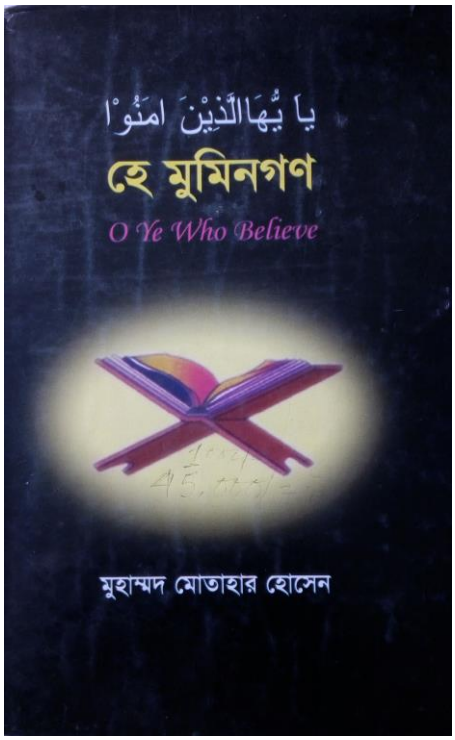

- ২য় কভার:

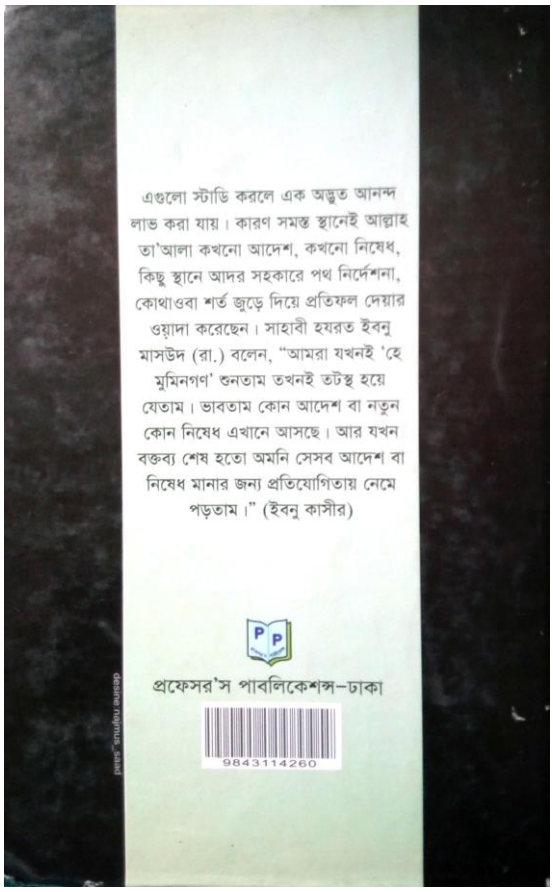

- প্রথম প্রকাশ- ২০০২:

হে মুমিনগণ
মুহাম্মদ মোতাহার হোসাইন

প্রকাশক
এ এম আমিনুল ইসলাম
১৯১, বড় মগবাজার, ঢাকা
ফোন ঃ ৯৩৪১৯১৫

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ২০০২
দ্বিতীয় সংস্করণ : জুন ২০০৩

প্রচ্ছদ
প্রফেসর'স ডিজাইন সেন্টার, ঢাকা

কম্পোজ
প্রফেসর'স কম্পিউটার, ঢাকা

মুদ্রণ
ক্রিসেন্ট প্রিন্টিং প্রেস

মূল্য
৭০.০০ টাকা মাত্র

ISBN- 984-31-1426-0

প্রাপ্তিস্থান

মগবাজার:
প্রফেসর'স বুক কর্ণার, তাসনিয়া বই বিতান
আহসান পাবলিকেশন্স, প্রীতি প্রকাশন।
চৌমুহনী-নোয়াখালী: সন্ধানী লাইব্রেরী।
ফেনী: ইসলামী বই ঘর।
এছাড়াও দেশের অভিজাত লাইব্রেরীতে পাওয়া যাবে

- সম্মানিত পাঠকের প্রতি বিনীত নিবেদন:

সম্মানিত পাঠকের প্রতি বিনীত নিবেদন

আল্ কুরআনের কোথাও কোন ভুল নেই- "লা রাইবা ফি-হে" কিন্তু কুরআনের মত ঘোষণা করার দুঃসাহস আমার নেই যে, এ বই-এ কোন ত্রুটি নেই। যদিও এগুলো কুরআনেরই সে সমস্ত আয়াত- সমগ্র কুরআনে যেগুলোতে মুমিনদেরকে সরাসরি আহ্বান করেই কিছু আদেশ কিছু নিষেধ করা হয়েছে। তাই বলে এটাই পূর্ণ কুরআন নয় বরং কুরআনের অংশ বিশেষ। এগুলো জানার আগ্রহ প্রত্যেক মুমিনের রয়েছে এবং নিজেদেরকে প্রকৃত মুমিন হিসেবে গড়তে হলে এগুলো জানার কোন বিকল্প নেই। তারপরেও মনে রাখতে হবে এটা মূল আয়াতের সাথে বাংলা অনুবাদ ও কিছু তাফসীর তথা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। এতে কোথাও কোন ভুল ত্রুটি ধরা পড়লে অথবা আপনাদের কোন মূল্যবান পরামর্শ থাকলে জানিয়ে বাধিত করবেন।

পূর্ণ কুরআন অধ্যয়ন করা বেশ কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ। যদিও মুসলমান হিসেবে এটা আমাদের প্রধান কর্তব্য। কারণ কুরআন থেকে সরে গেলে আমরা ইসলাম থেকে, ঈমান থেকে দূরে সরে যাব। রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাতকে আকড়িয়ে থাকাই আমাদের সঠিক পথ প্রাপ্তির একমাত্র মাধ্যম। সেই পথের কিছুটা দিক নির্দেশনা দেয়ার জন্যই আমার এই প্রচেষ্টা। এই বইতে কুরআনের দৃষ্টিতে করণীয় ও বর্জনীয়ের অধিকাংশই আমরা জানতে পারব। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর কুরআন থেকে সঠিক হেদায়েত দান করুন এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সফল করুন। এই মুনাজাত করছি–

প্রকৌশলী মুহাম্মদ মোতাহার হোসাইন
গ্রাম ঃ দেবপুর, সোনইমুড়ী, নোয়াখালী
মোবাইল: ০১৭ ৮৮৮৯৬২, ০১৮-৩১২৩৪০
বাসা-১, লেন-১, রোড নং-৩, ব্লক বি
হালিশহর হাউজিং এষ্টেট, চট্টগ্রাম
ফোন : ০৩১-৭১৭২৫৮

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা:

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ। প্রকাশিত হওয়ার মাত্র তিন মাসের মধ্যেই প্রথম প্রকাশিত সকল কপি শেষ হয়ে যায়। ফলে দ্বিতীয় বার প্রকাশ করার তাগাদা অনুভব করি। কিন্তু প্রথম প্রকাশকালে আমি সম্মানিত পাঠকদের পরামর্শ কামনা করেছিলাম। অনেকেই মৌখিকভাবে বিভিন্ন পরামর্শ দিলেও লিখিত কোন পরামর্শ আমার হস্তগত হয়নি। তদুপরি কুরআন অধ্যয়নকালে হঠাৎ আমার নজরে আসে সূরা আলে ইমরানের ১০০ নং আয়াতটি এই বইতে বাদ পড়েছে। তাই অনুসন্ধান করতে লাগলাম আর কোন আয়াত বাদ পড়েছে কিনা?.....

চট্টগ্রাম তাফসীরুল কুরআন মাহফিলের ১৯৯৯-এর স্মরণিকা 'মনযিল' এ আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। এখানে বিশিষ্ট গবেষক, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের আল কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ -এর প্রভাষক সালাম আজাদী সাহেব দারস পেশ করতে গিয়ে লিখেছেন يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এই সম্বোধন আল কুরআনে আল্লাহপাক মোট ৯৩টি স্থানে করেছেন। কিন্তু আমার গণনায় হয় ৯১টি স্থানে। তাই আমি উনার সাথে যোগাযোগ করলাম সংখ্যাটি নিশ্চিত করতে। পরবর্তীতে তিনি জানালেন যে আমার গণনার ৯১ সংখ্যাটি ঠিক আছে।

প্রথম প্রকাশকালে ভূমিকাতে কিছু কথা লিখতে হয় তাই আমি নিজের মনের অনুভূতি সেখানে লিখেছি। কিন্তু জনাব সালাম আজাদী সাহেবের লিখায় আমি এমন কয়েকটি বাক্য পেলাম আগে এগুলো পেলে সম্ভবত ভূমিকার জন্য এই কয়টি বাক্যই যথেষ্ট হতো–

"সেগুলো ষ্টাডি করলে এক অদ্ভুত আনন্দ লাভ করা যায়। কারণ সমস্ত স্থানেই আল্লাহ্ তাআলা কখনো আদেশ, কখনো নিষেধ, কিছু স্থানে আদর সহকারে পথ নির্দেশনা, কোথাওবা শর্ত জুড়ে দিয়ে প্রতিফল দেয়ার ওয়াদা করেছেন। সাহাবী হযরত ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমরা যখনই يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا- শুনতাম তখনই তটস্থ হয়ে যেতাম। ভাবতাম কোন আদেশ বা নতুন কোন নিষেধ এখানে আসছে। আর যখন বক্তব্য শেষ হতো অমনি সেসব আদেশ বা নিষেধ মানার জন্য প্রতিযোগিতায় নেমে পড়তাম। (ইবনু কাসীর)"

আমি সালাম আজাদী সাহেবকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। জনাব আবু জাফর মুহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ (প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সভাপতি বা.ই.ছা.শি) যিনি এই বই অদ্যোপান্ত পড়ে প্রকাশনায় নানাবিধ সহযোগিতা এবং উৎসাহ উদ্দিপনা যুগিয়েছেন তাকেও আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই। আরো ধন্যবাদ জানাতে চাই জনাব মাওলানা শামছুল ইসলাম সাহেবকে। যিনি এই বইয়ের পান্ডুলিপি দেখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন এবং শ্রীঘ্রই প্রকাশ করার তাগাদা দিয়ে বলেছেন– এটা খুবই সুন্দর ও প্রয়োজনীয় বই। আরো যারা বিভিন্ন সহযোগিতা এবং পরামর্শ দিয়েছেন সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই। বিশেষত আমার স্ত্রী নাফিসা ইয়াসমীন (শিপু) ও আমার শ্বশুর জনাব নূরুল আমিন সাহেবের নাম উল্লেখ করতেই হয়।

সকলের পরামর্শ ক্রমে নতুন সংস্করণে প্রতিটি আয়াতের শুরুতে -এর বিষয়বস্তু নির্দেশক নাম সংযুক্ত করা হলো এবং আলে ইমরানের ১০০নং আয়াতটি যেটা বাদ না পড়লে হয়তো ১ম সংস্করণ প্রকাশ করা হতো না। আমার বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে প্রথম সংস্করণ প্রকাশে অনেক বিলম্ব হওয়ায় যারা অধীর আগ্রহে এই বই পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন তাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থী। বইয়ের প্রাপ্তি সহজ ও নিশ্চিত করার জন্য এই বই পরিবেশনার দায়িত্ব "প্রফেসর'স বুক কর্ণার" -কে দেয়া হলো।

এই বই প্রকাশে যারা যতটুকু সাহায্য সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ্পাক তাদেরকে অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়ে এর জাযা দান করুন। – আমীন॥

মুহাম্মদ মোতাহার হোসাইন
বাসা-১, লেন-১, রোড-৩
ব্লক- বি হালি শহর আ/এ
চট্টগ্রাম-৪২১৬, ফোন ঃ ০৩১-৭১৭২৫৮
০১৮-৩১২৩৪০
Email-motaher66ctg@hotmail.com

International world!!!

আন্তর্জাতিক দেশে বই এর আগমন।

আর্ন্তজাতিক দায়ী Ahmed Hossain Deedat -(জাকের নায়েক এর ওস্তাদ) কে পরিচয় হয় উনার Lecture & Video-এর মাধ্যমে। ২০০৪ সালে তাকে আমার স্ত্রী ও বড় ছেলেরা শেখ আহমেদ দিদারের সাথে সাক্ষাত করেছিলেন। তাকে আমার O Ye Who Believe বইটা উপহার দেওয়ার পর খুবই খুশি হয়ে ছিলেন। এবং প্রকাশিত করতে চান। পরে আলোচনা করে যেহেতু Danban থেকে প্রকাশনা থেকে Dhaka থেকে প্রায় অর্ধেক কম হয় তাই ঢাকা থেকে প্রকাশনের সিদ্ধান্ত হয়। পরে Islamic propagation center international, Durban RSA- এর হয়। এবং তাদের সেন্টার এর সকল শাখায় সকল দেশের প্রায় ৫০টি দেশে পাঠানো হয়। নানা ভাই বইগুলোও দেখে খুবই খুশি হয়ে ছিলেন।

- O Ye Who Believe :

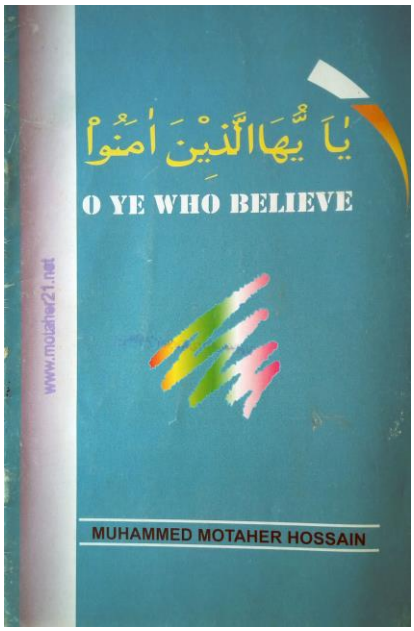

- আহমেদ দিদারের Seal:

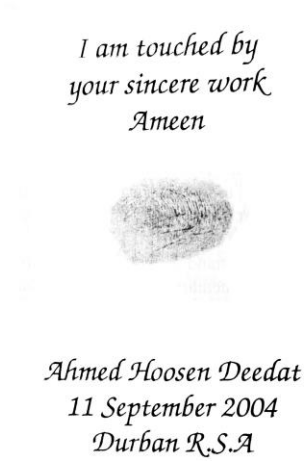

- Preface:

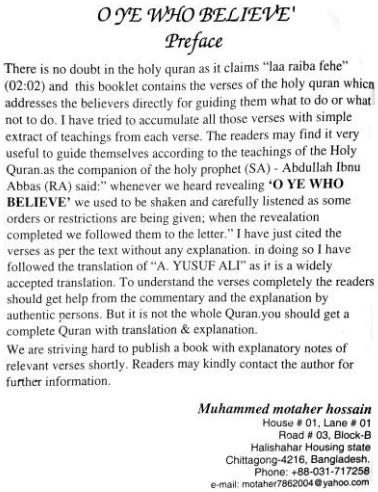

O YE WHO BELIEVE'

Preface

There is no doubt in the holy quran as it claims "laa raiba fehe" (02:02) and this booklet contains the verses of the holy quran which addresses the believers directly for guiding them what to do or what not to do. I have tried to accumulate all those verses with simple extract of teachings from each verse. The readers may find it very useful to guide themselves according to the teachings of the Holy Quran.as the companion of the holy prophet (SA) - Abdullah Ibnu Abbas (RA) said:" whenever we heard revealing **'O YE WHO BELIEVE'** we used to be shaken and carefully listened as some orders or restrictions are being given; when the revealation completed we followed them to the letter." I have just cited the verses as per the text without any explanation. in doing so I have followed the translation of "A. YUSUF ALI" as it is a widely accepted translation. To understand the verses completely the readers should get help from the commentary and the explanation by authentic persons. But it is not the whole Quran.you should get a complete Quran with translation & explanation.

We are striving hard to publish a book with explanatory notes of relevant verses shortly. Readers may kindly contact the author for further information.

Muhammed motaher hossain
House # 01, Lane # 01
Road # 03, Block-B
Halishahar Housing state
Chittagong-4216, Bangladesh.
Phone: +88-031-717258
e-mail: motaher7862004@yahoo.com

আমার প্রকাশিত তৃতীয় বই ছিল- "এবং কাফেররা বলে"

প্রথম প্রকাশ - ২০০৭ সালে।

WAMY Book Center- 26

- Cover:

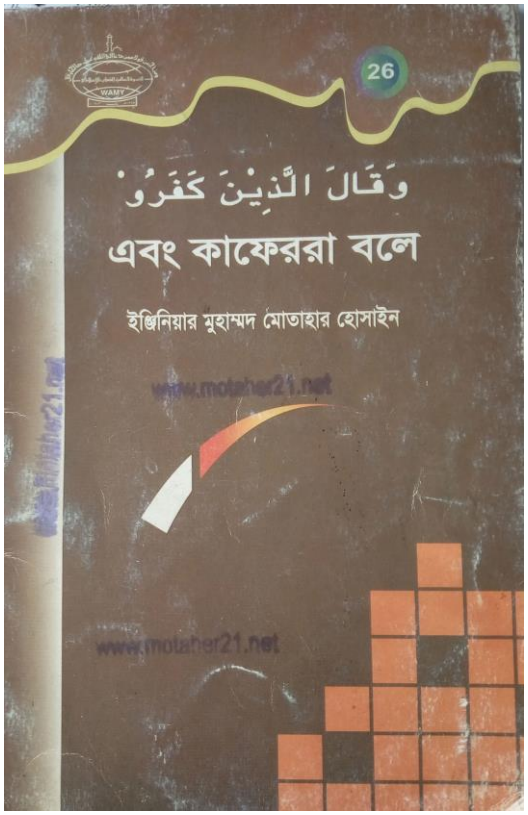

- প্রকাশনা:

এবং কাফেররা বলে ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ মোতাহের হোসাইন	**Abong Kaferora Bole** Engineer Md. Motaher Hossain
প্রকাশকাল আগস্ট ২০০৭	**1st Edition** August 2007
প্রকাশক দাওয়াহ এন্ড এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট ওয়ার্ল্ড এ্যাসেম্বলী অব মুসলিম ইয়ুথ (ওয়ামী) বাংলাদেশ অফিস: বাড়ী: ১৭, রোড: ৫, সেক্টর: ০৭ উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা ফোন: ৮৯৫৭৪৬৮, ৮৯১৯১২৩ ফ্যাক্স: ৮৯১৯১২৪	**Published by** Dawah & Education Department World Assembly of Muslim Youth (Wamy) Bangladesh Office House-17, Road-05, Sector-07 Uttara Model Town, Dhaka. Phone- 8957468, 8919123. Fax- 8919124.
মুদ্রণ ও ডিজাইন প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স ৪২৩ আল ফালাহ বিল্ডিং মগবাজার, ঢাকা-১২১৭	**Printing & Design** Professor's Publications 423 Al-Falah Building Moghbazar, Dhaka-1217
শুভেচ্ছা মূল্য : ৪০ টাকা মাত্র	Price: 40.00 Taka Only

অনুমতির প্রয়োজন নেই

যে কোন মুসলিম সংস্থা, অথবা ব্যক্তি এই বই যে কোন মাধ্যমে, যে কোন ভাষায়, কোন প্রকার পরিবর্তন ছাড়া এবং কোন পূর্ব অনুমতি ছাড়া বিক্রয় অথবা বিনামূল্যে বিতরণের জন্য প্রকাশ করতে পারেন।

আমরা শুধুমাত্র অবগতির জন্য কয়েকটি প্রকাশিত কপি পেলে ধন্য হবো।

.....প্রকাশক

- প্রকাশকের কথা:

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ রব্বুল আলামীনের অফুরন্ত নেয়ামত ভোগ করেও অকৃতজ্ঞ কাফের সমাজ। যদি ঈমান গ্রহণ করা ভাল হতো তাহলে আমাদেরকে পিছনে ফেলে তোমরা এগিয়ে যেতে পারতে না। কাফেরদের এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ মনোভাব ও ইসলামের বিরুদ্ধে সরাসরি সুগভীর ষড়যন্ত্র আল কুরআনের বিভিন্ন ছত্রে ছত্রে তুলে ধরা হয়েছে যা থেকে একজন যুবক সমাজই কাফেরদের ষড়যন্ত্র ও আচরণ সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান লাভ করে নিজের কর্মকৌশল নির্ধারণ করে সঠিক লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারে।

World Assembly of Muslim Youth (WAMY) বিশ্বজুড়ে তারুণ্যে উজ্জীবিত যুবক সমাজকে সচেতন করে গড়ে তোলার কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ অফিস বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয়ে বই প্রকাশের মাধ্যমে এ কাজে সহায়ক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। "এবং কফেররা বলে" বইটিতে বিশিষ্ট লেখক ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ মোতাহার হোসাইন কুরআনে বর্ণিত কাফেরদের কথাগুলো একত্রিত করে অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। সচেতন পাঠ সমাজ এর মাধ্যমে উপকৃত হলে আমরা স্বার্থক হব।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন লেখক ও সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম জাযা দান করুন এবং আমাদের সকল প্রচেষ্টাকে কেবল তার সন্তুষ্টির জন্য কবুল করুন। আমিন।

আলমগীর মোহাম্মদ ইউছুফ
ইনচার্জ
দাওয়াহ এন্ড এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট
ওয়ার্ল্ড এসেম্বলী অব মুসলিম ইয়ুথ (ওয়ামী)
বাংলাদেশ অফিস।

ভূমিকা:

ভূমিকা

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য সমস্ত প্রশংসা যিনি মানবতার কল্যাণে সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমিন এবং সালাম মানবতার বন্ধু হযরত মুহাম্মদ (স:) প্রতি।

মহাগ্রন্থ আল কুরআন আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ অহি গ্রন্থ যাতে রয়েছে মানব জাতির জন্য পথ নির্দেশিকা অর্থাৎ গাইড লাইন, এবং আছে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখার মূলনীতি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের ভাষণে সমগ্র মানব জাতির উদ্দেশ্যে বলেছেন, "তোমরা বিপথগামী ও পথভ্রষ্ট হবে না যদি দুটি জিনিসকে আঁকড়ে (অনুসরণ) ধর, একটি হচ্ছে আল্লাহর কিতাব অর্থাৎ কুরআন আর অপরটি হচ্ছে আমার সুন্নাহ অর্থাৎ হাদিস। বর্তমান বিশ্বের সকল মানুষ বিশেষ করে তরুণ যুব সমাজ এই দু'টো জিনিস অনুসরণ করার মাধ্যমে পেতে পারে শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তা।

বিশ্ব মুসলিম যুবসম্প্রদায়কে ইসলামের আলোকে চরিত্র গঠন করে একটি আদর্শ উম্মাহ গড়ে তোলা ওয়ামীর অন্যতম প্রয়াস। ওয়ামী বাংলাদেশ অফিস অন্যান্য কর্মসূচির পাশাপাশি যুবকদের উপযোগী সাহিত্য প্রকাশনার কাজও করে থাকে। এই বইটি সেই উদ্যোগেরই একটি অংশ।

আল্লাহ রাব্বুলআলামীন আল-কুরআনে কাফেরদের পরিচয় ও কার্যকলাপ সম্পর্কে যেসব আয়াত নাযিল করেছেন লেখক বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ মোতাহার হোসাইন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তা সংকলিত করেছেন, "এবং কাফেররা বলে" এই গ্রন্থে। আশা করি এই গ্রন্থের মাধ্যমে যুব সমাজ কাফেরদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সচেতন হওয়ার সুযোগ পাবে। বইটির লেখক ও সংশ্লিষ্ট সকলের কল্যাণ কামনা করছি। আল্লাহ আমাদের এই প্রচেষ্টাকে তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য কবুল করুন। আমীন।

ডা: মোহাম্মদ রেদওয়ানুর রহমান
ডিরেক্টর
ওয়ার্ল্ড এসেম্বলী অব মুসলিম ইয়ুথ (ওয়ামী)
বাংলাদেশ অফিস।

সে কারণে এই বই লেখা:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

যে কারণে এই বই লেখা

আমার প্রথম বই 'হে মুমিনগণ' প্রকাশিত হওয়ার পর কিছু মহল অত্যন্ত আগ্রহভরে পরবর্তী বইয়ের জন্য বার বার তাগাদা দিতে লাগল। এই ব্যাপারে আমি তৎক্ষনাত কোন সাড়া দিতে পারিনি। কারণ বাজারে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর এতবেশী বই প্রকাশিত হচ্ছে যে আগ্রহী পাঠক হওয়া সত্ত্বেও আমি তার অনেকগুলোই পড়তে পারিনি। একটা শেষ করার আগেই আরো কয়েকটা প্রকাশিত হচ্ছে। এবং দেখা যাচ্ছে যে, একই বিষয়ে বেশ কতকগুলো বই! আমার মনে হয় পাঠকরাও ঠিক করতে পারছেনা কোনটা ছেড়ে কোনটা পড়বে। অতএব লিখার আগে চিন্তা করতে হচ্ছে কি বিষয়ে লিখব এটার প্রয়োজনীয়তা কতটুকু?

হঠাৎ একটি বিষয়ে আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হলো! সূরা হামীম আস-সেজদা পড়তে গিয়ে দেখলাম কাফেরদের চক্রান্তের কথা ষড়যন্ত্রের কথা, যে ষড়যন্ত্রের ফাঁদে আজ সারা মুসলিম বিশ্ব এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছে যে এটা থেকে বের হতে এক বিশাল বিপ্লবের প্রয়োজন। যদিও কুরআনে অত্যন্ত সুস্পষ্ঠভাবে কাফেরদের এই ষড়যন্ত্রের কথা বর্ণীত হয়েছে। তবুও মুসলিম বিশ্ব এই ষড়যন্ত্রে এমনভাবে ফেঁসেগেছে ভেবে অত্যন্ত ব্যথিত হলাম। এবং আশ্চার্যন্তিত হলাম সাধারণ মুসলমানতো বটেই তাকওয়া প্রদর্শনকারী এবং বুজুর্গনামধারী অনেকেই এই ষড়যন্ত্রের বাহক এবং সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। বিশেষত একটি দল যাদের বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্ক রয়েছে তারাই এর সবচেয়ে মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

তাই অনুসন্ধান শুরু করলাম কাফেরদের কথা ও কাজ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আর কি কি সরাসরি বক্তব্য রয়েছে। বাজারে এই বিষয়ে কোন বই না পাওয়ায় হতাশ হলাম। যেহেতু এই ব্যাপারে মুসলিম সমাজকে চরম বিভ্রান্তির হাত থেকে রক্ষা করা বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাজ বলে আমি মনে করি, তাই এই বিষয়ে লিখার সিদ্ধান্ত নিলাম।

পবিত্র কুরআনে কাফেরদের কর্মপন্থা সম্পর্কে বলে, "এবং কাফেররা বলে: এই কুরআনের কথা শুনিওনা শুনতেও দিওনা, যে কোন ছলে।" এ ব্যাপারে মুমিনদেরকে সতর্ক করে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

يٰٓاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

হে মুমিনগণ কাফেরদের মত কথাবার্তা বলোনা। (আল ইমরান : ১৫৬) আলে ইমরানে ১৪৯নং আয়াতে আরো বলা হয়েছে, "হে মুমিনগণ তোমরা যদি সে সব লোকের ইশারা অনুযায়ী চলতে শুরুকর যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে, তবে তারা তোমাদেরকে বিপরীত দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। অত:পর তোমরা ক্ষতিগ্রস্থ ও ব্যর্থকাম হবে।"

আমরা যারা ঈমানের দাবীদার, যারা নিজেদেরকে মুসলমান মনে করি, তাদের সকলের অবশ্যই জানা প্রয়োজন পবিত্র কুরআনে কোন কথা ও কাজকে কাফেরদের কথা ও কাজ বলে অভিহিত করে, যাতে আমরা এধরনের কথা ও কাজ থেকে নিজেদের বিরত রাখতে পারি। এবং কেউ এ ধরনের কথা ও কাজে লিপ্ত হলে তাদেরকে চিহ্নিত করতে পারি এবং তাদের থেকে নিজেদেরকে বাঁচাতে পারি। হতে পারে তারা কোন মুত্তাকী বা বুজুর্গের বেশে এসেছে। ফলে আমরা কাফেরদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র থেকে নিজেদেরকে তথা মুসলিম বিশ্বকে বাঁচাতে পারি।

পবিত্র কুরআনে কাফেরদের কথার পাশাপাশি তার জবাবও দিয়ে দিয়েছে। সেগুলো জানার জন্য আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আয়াতগুলোও পড়া দরকার এবং এর তাফসীর বুঝা দরকার। আমি এ ব্যাপারে আমার সামর্থানুযায়ী চেষ্টা করেছি। আল্লাহপাক আমাদের সকলকে কুরআন থেকে শিক্ষা নিয়ে সে অনুযায়ী চলার তাওফিক দান করুন। আমিন

ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ মোতাহার হোসাইন
জুলাই ২০০৭
www.believe-motaher21.net
E-mail: motaher7862004@yahoo.com
E-mail: info@believe-motaher21.net

Back cover:

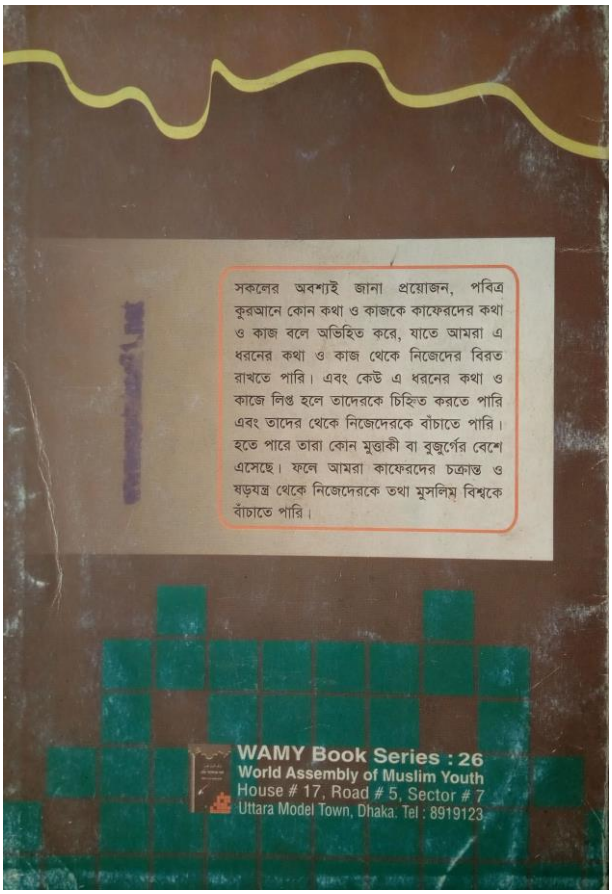

বুইগুলোটি ওয়ামা সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পাঠাগারে পঠিয়ে দিয়ে ছিলেন। নানা ভাই বইগুলো দেখে খুবই খুশি হয়ে ছিলেন। এবং বিভিন্ন জনকে বইগুলো দিয়েছিলেন।

পরবর্তীতে আমি ২০২০ ফেব্রুয়ারীতে চারটি বই ছোট ছোট আকারে প্রকাশ করি। যথাক্রমে-

(১) হে মুমিনগণ (সংক্ষিপ্ত):

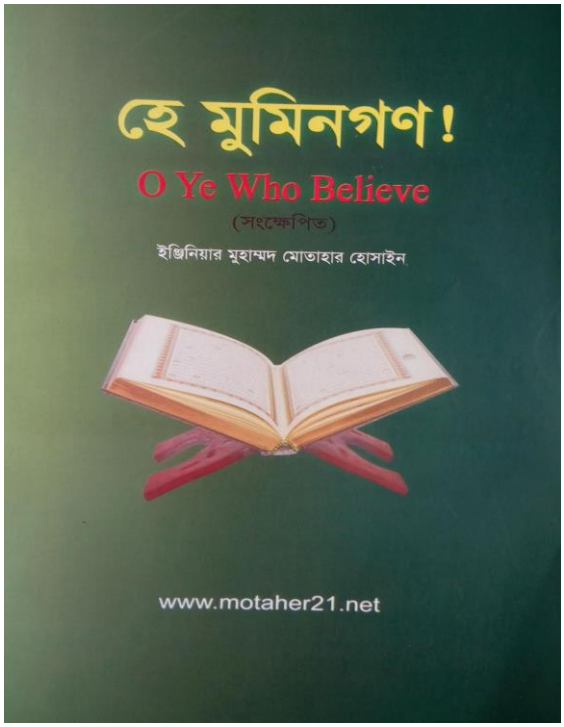

(২) এবং কাফেররা বলে (সংক্ষিপ্ত):

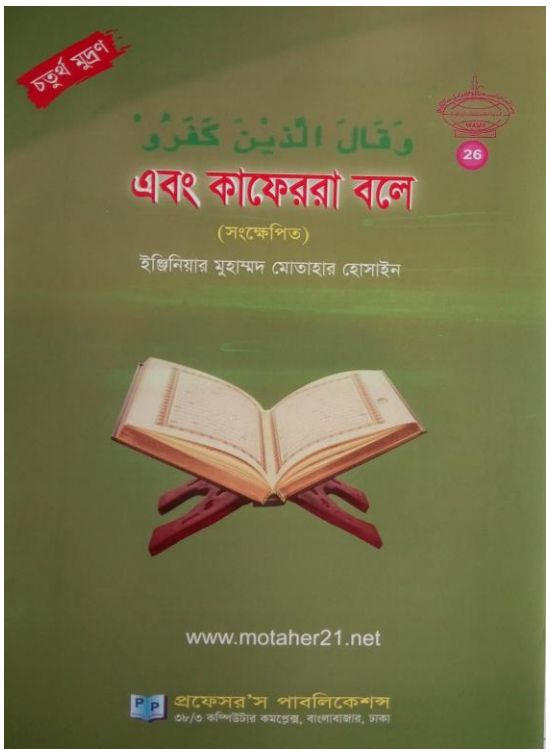

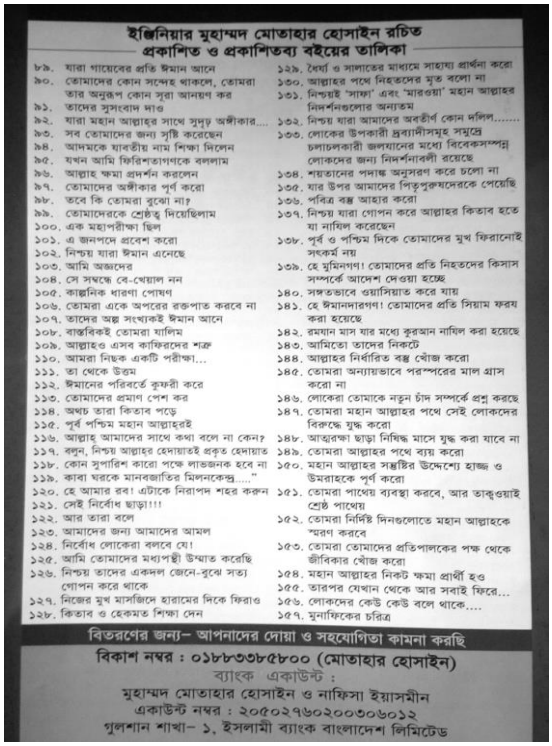

(৩) মুনাফিকি কী, কেন ও কিভাবে? (সংক্ষিপ্ত):

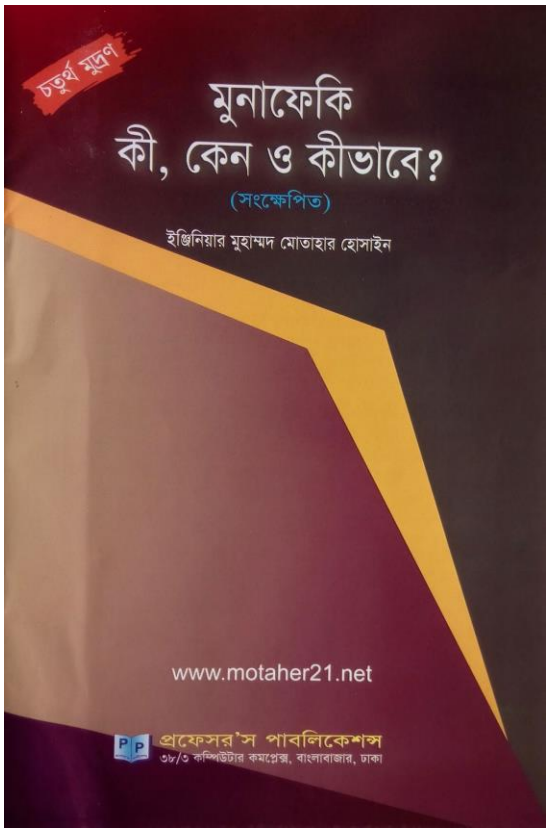

(৪) হে মানুষ (সংক্ষিপ্ত):

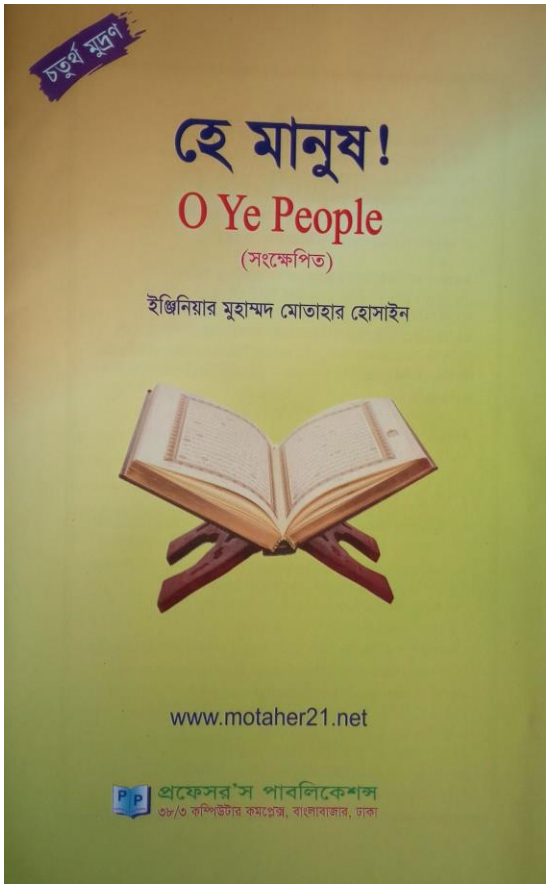

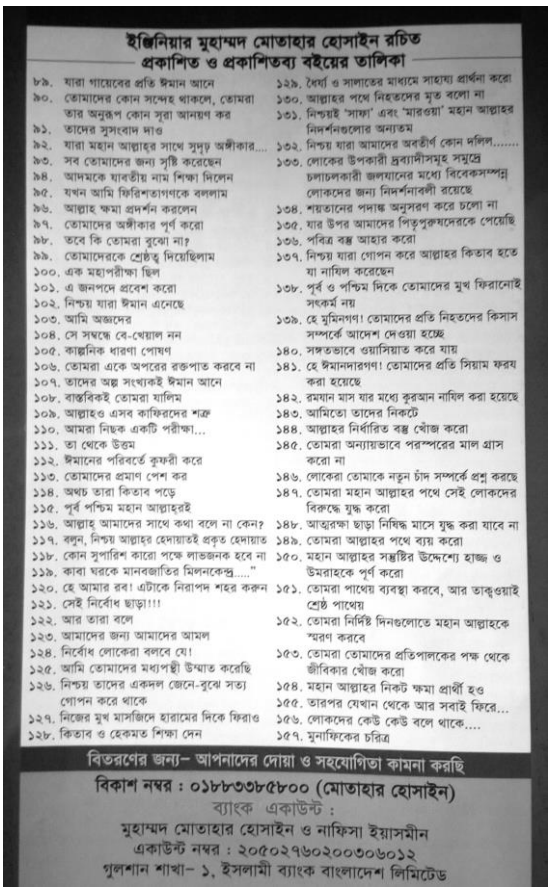

(৫) হে মুনিগণ (বাংলা, আরবী):

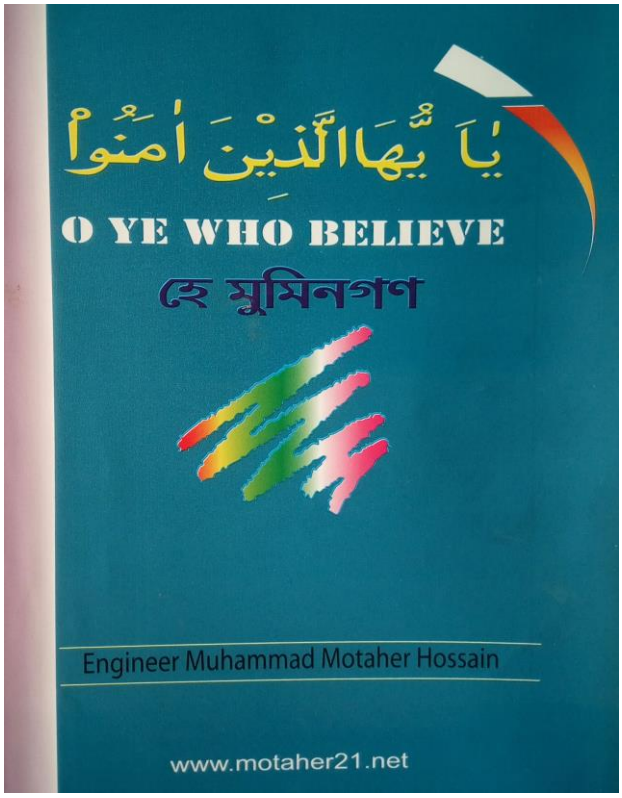

O Ye Who Believe সহ এই ছয়টি বই (৬) নানা ভাইকে দিয়েছিলাম। তিনি দেখে খুবই সুউৎসাহিত হয়ে ছিলেন। তিনি তখনই তার সকল ছেলে মেয়ে এবং আত্মীয় জনকে ১টি করে সেট দিয়ে ছিলেন। তারপর আমি তার পরামর্শে সকল কেন্দ্রিয় দায়িত্বশীলদেরকে উপহার দিয়ে ছিলাম। বর্তমানে সেক্রেটারী জেনারেল পরওয়ার ভাই প্রকাশনা বিভাগের মাসুম ভাইকে বাংলাদেশের সকল জেলা আমীরগণকে একটি করে সেট সবাইকে দিতে বলেছেন। এবং সবাইকে বই এর বেপারে পরামর্শ দিতে বলেছেন।

- **হে মুনিমগণ- কভার** (১)
- পরিচিতি (২)
- এক নজরে হে মুমিনগণ (৩)
- এক নজরে হে মুমিনগণ (৪)
- এক নজরে হে মুমিনগণ (৫)
- বই এর তালিকা (৬)
- বই এর বেক কভার (৭)
- **O Ye Who Believe- কভার** (৮)
- প্রকাশনা (৯)
- Researcher (১০)
- Table of confine (১১)
- অন্যান্য বই (১২)

- **মুনাফিকী** (১৩)
- প্রকাশিত বই এর তালিকা (১৪)
- **হে মানুষ** (১৫)
- হে মানুষ- বেক কভার (১৬)
- **এবং কাফেররা বলে** (১৭)
- এর - বেক কভার (১৮)
- **স্বাধীনতা** (১৯)

নানা ভাইকে আমার সুখ দুঃখে খোভ, ব্যথা, এক কথার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ছিলেন। সকল কথাই বলতেন। আমার মেয়েরা দুইজনই জন্মের সময় তিনি আমার বাসায়ই ছিলেন। তাই তাদের যে অন্তরক্ষত্তা, বন্ধুত্ব, সাথী ভাষায়ই প্রকাশ আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি আমার একান্ত ভাব ও ভাষা মাঝে মাঝে কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করতাম। এই সকল কবিতার অন্যতম প্রথম পাঠক ছিলন আমার নানা ভাই। প্রথম কখনো কখনো আমার স্ত্রী এটা পেতন বা অন্যসময় আমার নানা ভাইই হতে সে প্রথম পাঠক।

নানা ভাই এর এই ১০ বছর এর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ সময় সবকিছু কি ভাষায় প্রকাশ করা যায়! এর কিছুটা পাওয়া যায় আমার বই গুলোতে। যা আপনারও বুঝতে পারেন আমার কবিতায়:

(১) অবুঝ হাসী।

(২) স্বাধীনতা

(৩) The best posers of Motaher

আমার ওয়েব সাইট: www.motaher21.net – এ আপনারাই দেখতে পারেন।

আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে উত্তম দান করন। এবং জান্নাতে মাহমুদ দান করুন। আমীন।

নানা ভাই সংগ্রাম ও সোনার বাংলায় বাহিক একটি কলাম লেখতেন। এই বইগুলো ছদ্ধনামে ছাপা হতো। তিনি একটি বই লিখেছেন। বইটি এখনো লিখার প্রকাশিত অচিরেই ইনশাআল্লাহ প্রকাশিত হবে। নানা ভাইকে আমিও চারটি বই প্রকাশনের জন্য দিয়েছিলাম। আমার প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য বই এর তালিকা ৩৯৭ এর বেশি। বই এর তালিকা থেকে ৮৬নং বই থেকে শুরু হয় ধারাবাহিক সূরা বাকারা এর আলোচনা করা হয়। সূরা বাকারা করা শেষ করা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। ২২৩নং পর্যন্ত বর্তমানে সূরা আল ইমরান আলোচনা করা হয়েছে। গতকাল পর্যন্ত সূরা আল ইমরান শেষ করা হয়েছে। বর্তমানে সূরা নিসা চলছে। আল হামদুলিল্লাহ। ইনশাআল্লাহ ধারাবাহিক আলোচনা করা হবে। এই আলোচনা করার সময় যুলুত:

(১) তাফসীরে ইবন কাসীর।

(২) তাফহীমুল কুরআন।

(৩) তাফসীরে ফাতহুল মাজীদ।

(৪) তাফসীরে আবু বকর যাকারিয়া।

(৫) তাফসীরে আহসানুল বায়ান।

(৬) ফী জিলালী।

(৭) Abdullah yousuf Ali

(৮) The Moble Quran

(৯) মাআহরুফুল কুরআন।

(১০) কুরআনুল কারীম।

এর ছাড়াও বিভিন্ন তাফসীরের সহযোগিতা নেয়া হয়েছে।

ইনশাআল্লাহ সব বইগুলো এবং আলোচনা আমার ওয়েব সাইট www.motaher21.net এতে সব সময়ই পাওয়া যাবে।

এই ৯৩৭ + বই এর বেশি বই এর মধ্যে মোট ছাপার পাওয়া গেছে মোট ১১টি বই। এখন আরো ৪টি বই প্রকাশনার পথে। বর্তমানে এখন কোন নতুন বই ছাপানোর স্পন্সর প্রাপ্য শর্তে ছাপানো ইনশাআল্লাহ কর। বিশেষত এই ৪টি বই হলঃ

(১) ঘুম তেকে সালাত উত্তম। (বই নং- ১২)

(২) কেমন কথা কেন বল? (বই নং- ১৩)

(৩) আল্লাহকে কতটুকু ভালোবাসি। (বই নং- ১১)

(৪) আপনার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন। (বই নং- ১৪)

গত প্রায় ২ বছর মাস যাবৎ এক এক জুমায় প্রায় কয়েক হাজার মুসুল্লিাদের নিকট কম পক্ষে একটি বই বিলি করা হচ্ছে।

বইগুলো আবার ছাপানো সম্ভব হলে আবারো ইনশাআল্লাহ বই গুলো প্রত্যেক জুমায় বিতরণ করা হবে।

- হে মুমিনগণ (১)
- এবং কাফেররা বলে (২)
- মুনাফিকি কী, কেন ও কীভাবে? (৩)
- হে মানুষ (৪)

এই চারটি বইতে আল কুরআনে কেন্দ্রিয় বিষয় ফুটে দাওয়া হয়েছে। আমরা যদি কুরআন পড়া শুরু করি তাহলে সূরা বাকারার শুরুতেই দেখতে পাই-

(১) হে মুমিনগন বলে ১ - ৫ পর্যন্ত মুমিনদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এবং পরে পুরু কারে কুরআন শরীফে ৯১টি আয়াতে কি করা কর্তব্য বা না করা নিষেধ সবকিছু এতে বিস্তারিত বলা হয়েছে।

(২) এরপর সূরা বাকারার ৬ ও ৭ নাম্বার আয়াতে কাফের দের সম্পর্কে ২টি আয়াতে শেষ করা হয়েছে। আমার বুঝা মত মোট ১৯টি আয়াত বা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কাফেরদের সম্পর্কে সব কথা গুলো এই বইতে আলোচনা করা হয়েছে। এই বইটি WAMY থেকে প্রকাশিত করা হয়েছিল।

(৩) মুনাফিকি কি সম্পর্কে সবচেয়ে জটিল বিষয়। তাই সূরা বাকারায় সবচেয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বাকারার ৮নং আয়াতের পর ২০নং আয়াত পরপর ধারাবাহিক আলোচনা করা হয়েছে। পূর্ণ দ্বিতীয় রুকুটি সম্পূর্ণ এই আলোচনা করা হয়েছে। সূরা মুনফিকি নামে একটি সূরাই কুরআনে নাম করা হয়েছে। আমরা জানামত প্রায় ৩৯টি সূরায় আলোচনা করা হয়েছে। এই আমি এই বইটিতে তাই খুবই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি।

(৪) আলোচনায় চতুর্থ কেন্দ্রিয় আলোচনা হয়ে হে মানুষ! মুমিন, কাফের এবং মুনাফিকি আলোচনা করার পর আম ভাবে ধারাবাহিক ভাবে সকল মানুষকে কুরআনকে এর আলোচনা করা হয়েছে। আমি যতটুকু বুঝতে পারি যে এর মাধ্যমে সকল বিষয় আলোচিত হয়।

তাই আমি এই চারটি বই এর মাধ্যমে কুরআনের একটি চিত্র আলোচনা করা চেষ্টা করেছি। আমি যখন কুরআন পড়া শুরু করেছি তখন থেকে ওটার সারমর্ম আমি বুঝাতে পারি তা-ই। এবং এই চেষ্টা অব্যাহত আছে আল হামদুলিল্লাহ। বর্তমানে আমি যখনই সম্ভব হয় ধারাবাহিক কুরআন পড়া এবং আমার website: www.motaher21.net এর মাধ্যমে সবাইকে জানাই। এর পাশাপাশি আমি সকল মসজিদে এবং সকল লোককে কুরআনের সেই দেওয়ার চেষ্টা করছি। এর একটি বিষয় ছিল সকল জুমায় দেওয়া, সকল মসজিদেকে দেওয়া।

নানা ভাই আমার এই চেষ্টা করার সময় আমাকে একান্ত সহযোগিতা করতেন। উনি যখন আমীরত এর দায়িত্ব হিসেবে ডাঃ শফিকুর রহমানের সাথে দায়িত্ব স্তান্তর করেন, তখন তিনি কাছে ফোন করেন। এবং এই বিষয় আলোচনা করেন। এব তার ছেলে ইমরান (মামা) আমাকে যোগাযোগ করতে তাকে বলেন। আমি ব্যক্তিগত ভাবেই তাদের সাথে কথা বলেছি। এবং এর ফেলেই তিনি সকল জেলা আমীর ও কেন্দ্রিয় দায়িত্বশীলদের সকলকে একটি করে সেট (৬টি) পঠিয়ে ছিলাম। এবং নানা ভাই এর বড় ছেলে মাসুদ মামা কয়েকদিন আগে বই গুলো প্রিন্টিং এর জন্য (ছাপানো) ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) দিয়েছেন। (০১.০৬.২০২১) আলহামদুলিল্লাহ।

নানা ভাই এবং মামারা সবাই বইগুলো কত পছন্দ করতেন তাই এর একটা উদাহরণ হিসেবে আমি উল্লেখ করে দিয়েছি। নানা ভাইকে এই বিষয়ে প্রথম আলোচনা করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন আমিতো তখন দায়িত্বে নেই। কিন্তু আমি চেষ্টা করব এই বিষয়ে কিছু করতে। এর অংশ হিসেবেই তিনি বর্তমানে আমীরে জামায়াত

এবং সেক্রেটারী জেনারেল কে কথা বলেছিলেন। আমি মনে করি নানা ভাই তার দায়িত্ব সকল বিষয়ে যথাযথ দায়িত্ব পালন করেছিল।

আমিও আমাকে যখন যে যতটুকু দায়িত্ব দেয়া হয়েছি যথাযথ দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তা পূর্ণ করার চেষ্টা করেছি। ইনশাআল্লাহ আমাকে যখন দায়িত্ব পালন করা হবে সেই দায়িত্ব যথাযথ সাধ্যমত দায়িত্ব পালন করতে চেষ্টা করব। ইনশাআল্লাহ। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো আল্লাহ পাক আমাকে যতটুকু সুযোগ দেন ততটুকু যথাযথ ভাবে পালন করার তাওফিক যাতে আল্লাহ দেন। নানা ভাইকে আল্লাহ ও আমাকে ক্ষমা করুন। এবং আখেরাতে উত্তম স্থান দান করুন। আমীন ছুম্মা আমিন।

মুহাম্মদ মোতাহার হোসাইন।

www.motaner21.net

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

www.motaner21.net

আমার প্রিয় নানা ভাই

মুহাম্মদ মোতাহার হোসাইন

নানা ভাই এর লেনদেন

আমরা প্রিয় নানা ভাই স্মরণে ফেনী জেলার উদ্দেশ্য একটি স্বরনীকা প্রকাশ করা হচ্ছে। প্রকাশক পাবলিবেকশন এর আমিন ভাই এর সাথে কথা হচ্ছিল আমার বইগুলো শেস হয়ে গেছে। রমজান এর পর থেকেই বই বিলি করা যাচেছ না। গত ২ বছর এর অধিক সময় থেকে এক একটি সমজিদে সকল জনগণকে কমপক্ষে একটি করে বই বিতরণ করা হচ্ছিল। আমার খারাপ হচ্ছিল যে বই গুলো প্রিন্টিং করা কেন হচ্ছে না। এই কারণেই ফোন দেয়া। করোনার প্রকট অথবা যে কারণেই হোক সরকার এক মাস এর প্রায় লকআউট করা চলছে।

তাই আমীন ভাইকে তাগাদা দিচ্ছিলাম। তিনি বললেন যে, আমার হাতে অনেক কাজ জমা হয়েগেছে। তাই সমস্যা হচ্ছে। আমীন ভাই আমার ১১টি বই প্রকাশক। শুধু মাত্র কবি গোলাম মোহাম্মদ ভাই আমার প্রথম বই "হে, মুনিগণ" এর প্রকাশক। আর ব্যবস্থাপনা করেছিলেন (সাবেক কেন্দ্রিয় সবাপতি) আ.জ.ম ওবায়দুল্লাহ। গোলাম মুহাম্মদ ভাই এর মৃত্যুর পর আমিন ভাই আমার প্রকাশক। আমিন ভাই বললেন আপনারতো নানা ভাই এর সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী জানেন। আপনার ১০ বছরের একটি আটিকেল লিখুন। আমীন ভাই এর অনুপ্রেরনায় লেখায় হাত দিলাম।

০৫/০৫/২০২১ ইং প্রথমে লিখলাম। আমার লিখা বইগুলো সব সময়ই লিখার পর প্রথমেই ওয়েব সাইট www.motaher21.net দেয়ার চেষ্টা করি। তারপর ফেইস বুক, whatsapp, Imo, twitter ইত্যাদি সকল মিডিয়াই দিয়ে দি। আপডেট করার সাথে সাথেই ওবায়েদ ভাই (সাবেক কেন্দ্রিয় শিবিরের সভাপতি) এর ফোন পেলাম। আপনার নানা ভাই-কে, আপনি কি হালিম ভাই। (কেন্দ্রিয় সহকারী সেক্রেটারী হালিম ভাই)। আমি বললাম না, আমি মোতাহার, তরপর ফোন পেলাম এ.এস.এম আলাউদ্দিন ভাই (সাবেক শিবিরের কেন্দ্রিয় সভাপতি) এর। তিনি বললেন খুবই চমৎকার কাজ করেছেন। খুব ভালো হয়েছে। আশা করি এই ১০ বছর এর সকল বিষয়ে লিখতে হবে। আমি বললাম শুকরিয়া। আপনিও কোন পয়েন্ট থাকলে আমাকে জানান। তিনি বললেন ইনশাআল্লাহ।

আমার শুধু ইচ্ছা ছিল একটি আর্টিকেল লেখার। আর আলাউদ্দিন ভাই দায়িত্ব দিলেন পুরা ইতিহাস জানানো। এটা খুব বড় দায়িত্ব। আগে কোন কোন কবিতা, আর্টিকেল, বই, ভ্রমনকাহিনী ইত্যাদি লিখেছি। আমি এর মধ্যে একটি বড় দায়িত্ব হাত দিয়েছি ধারাবাহিক ভাবে কুরআনের আলোচনা এর মধ্যে শেষ করেছি- সূরা

বাকারা, এখন চলছে সূরা আল-এ ইমরান। আজ করেছি আল-ইমরান এর-৭৫-৭৬ নং এর আয়াত। আমার ওয়েব সাইট এর নাম্বার হচ্ছে (Book#114/OV)-259। www.motaher21.net

আলাউদ্দিন ভাই বললেন আপনার স্ত্রী এক ছেলে-মেয়ে দেরকেও তাদের লিখতে বলেন। তারা এই ১০ বছরের তাদের অনুভতি সবকিছু জানাবেন। তার প্রেরণায়ই গতকাল (০৭/০৫/২১) লেখিছি- নানা ভাই ও আমার বই। আল্লাহ তায়ালা যাতে আমাকে সুন্দর ভাবে সবকিছু তাওফিক দান করুন। আমীন।

নানা ভাই ছিলেন খুবই মুখলেছ। তারতো কখনো কোন পদ-পদবীর আকাঙ্গা ছিল না। আলাহরই ইচ্ছা সাবেক আমীর মাওলানা মতউর রহমান নিজামী অন্যায়ভাবে অত্যন্ত হাস্যকর অযুহাতে গ্রেফতার করা হয়। পরপরই সেক্রেটারী আহমদ মুজাহীদ ভাই কেউ হাস্যকর ভাবে গ্রেফতার করা হয়। একে এক মাওলানা সাঈদি, এবং আরো কয়েকজন শীর্ষ নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। এই পর্যায়ে তাকে হাল দিতে হয় কেন্দ্রের দায়িত্ব পেলেন নায়েব আমীর এর দায়িত্ব।

পরবর্তীতে শহিদ হন মাওলানা নিজামী। তারপর নানা ভাই নির্বাচীত হন কেন্দ্রিয় আমীর হিসাবে। নানা ভাই এর ছিল ডায়াবেটিস অনেক বেশি। যখন ডায়াবেটিস রোগটি কি তা অনেক লোকের জানা ছিল না। তখন নানা ভাই এর ডায়াবেটিস, তাই তার সকাল বেলা প্রায় ২-৩ ঘন্টা হাটা হাটতো। তিনি এই সুযোগে এই সময় সকল লোককে আত্মীয় স্বজন, দাওয়াতে টার্গেট, যোগাযোগ ইত্যাদি এই সময় শেষ করতেন। তিনি প্রায় সময় মগবাজার এর বাসা থেকে আমার শ্বশুর এর বাসা রামপুরায় প্রায় সময়ী আসতেন। তাদের খোঁজ খবর সাংঘটনিক কাজ কর্ম কেমন চলছে ইত্যাদি জানতেন। সেদিনও তিনি হাঠতে গিয়ে ছিলেন। হাটাহাটির পর তিনি অফিসের দিকে মগবাজার এর কেন্দ্রিয় অফিসে রওয়ানা হলেন, তখন একজন সুভাকাংখী বললেন আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আমীরে জামাত গ্রেফতার হয়েছেন। এবং অন্যদেরকেও গ্রেফতার হচ্ছে। আপনী এখনি অন্য কোন জায়গা চলে যান। এই যে বাসা থেকে চলে আসেন তারপর আর সেই বাসায় ফেরেননি। এরপর কয়েকদিন আমি নানা ভাই এর কে আমি আমার গাড়ি চালিয়ে আমার বাসায় নিয়ে যাই। এরপর হলে সেই ১০ বছর (প্রায়) আমার সাথে তার অবস্থান। এই ১০ বছর এর হাজারো ঘটনা কোন কেউ কি হিসাব রেখেছে? কেউ কি চিন্তা করেছে এত দিন থাকতে হবে। প্রত্যকেই মনে করে ছিল হয়তোবা ২/১ দিন পরই তিনি চলে যাবেন। পরিবার সংসার, স্ত্রী, ছেলে মেয়ে, সবাইকে নিয়ে থাকবেন? কিন্তু আল্লাহই হয়তো ইচ্ছা তিনি আমার সাথেই ছিলেন। আমার পরিবার ছিল তারই পরিবার। এতো কথা, হতো ঘটনা আমার মনেও নেই কোথায় বলাও হয়নি। ভাবতেও পারিনি লিখতে হবে। তাহলে হয়তো বা প্রত্যকটি ব্যক্তিগত রির্পোটারের মত তার ঘটনাও রির্পোটের মত লিখতেও পারতাম। গত কাল (০৭/০৫/২১) যখন আলাউদ্দিন ভাই ফোন দেলেন এবং বললেন- আপনি শুধু আপনার নানা ভাই একজন সাধারণ ব্যাক্তি নয় তিনি বাংলাদেশের একজন আমীর ছিলেন। বাংলাদেশের ইতিহাস তিনিই। এটা সংরক্ষন করতে হবে। কিন্তু কোথায় শুরু করব তাই ভাবছি? গতকাল আল-ইমরান এর ৭৫-৭৬ নং আয়াত আলোচনা আমার বই এর তথা website-

www.motahir21.net (Book # 114-ov)- 259 লিখছিলাম। আজকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে আলোচনা করা হয়েছে লেনদেন ও অঙ্গীকার সম্পর্কে।

নানা ভাই এর সাথে আমার সর্বশেষ দীর্ঘ সময় আলোচনা করা হয়েছে এই বিষয়েই ইনশাআল্লাহ, সেই বিষয়েই লিখব। নানা ভাই এর বয়স ও অসুস্থতার কারণে দায়িত্ব কাউকে দিয়ে দিতে চাচ্ছিলেন। ক্রমে তার সুস্থতা কমে যাচ্ছিল। ২০১৯ এর জানুয়ারীতে আমি একদিন হঠাৎ স্ট্রোক করি। আমার আল হামদুলিল্লাহ কখনো ডায়াবেটিস বা প্রেসার ইত্যাদি ছিলনা। কিন্তু হঠাৎ আক্রান্ত হই। আল হামদুলিল্লাহ আমার একাধরে ৪/৫ দিন পর্যন্ত না ঘুমালেও কাজ করতে পারতাম। আমার জানামতে আমার কলেজের সময় ফিজিক্স কলেজ পরীক্ষার সময়ে আমি দুই দিন না ঘুমিয়ে এই বইটি পুরো শেষ করেছি। জাহাজের কাজের সময় জরুরী সমস্য হলে অনেক বারই আমি একাধিক দিন রাত না ঘুমিয়ে কাজ করেছি। চিফ ইঞ্জিনিয়ার সময় পরীক্ষার প্রায় ৭ মাস আামর রুটিন ছিল ২/৩ ঘন্টা খুমানো। বাকী সময় শুদু নামাজ ও পড়াশুনা। এখনো আমার ডিইলি রুটিন হলো ১৯ ঘন্টা কাজ এবং ৫ ঘন্টা ঘুমানো। এই রুটিন বিশেষত আমি সুরা মুজাম্মেল এর অধ্যায় করার পরি এই সিদ্ধান্ত নেই। আমার লিখা বই ঘুম থেকে নামাজ উত্তম এই বইটিতে দেখত পারেন।

www.mothaher21.net

"ঘুম থেকে সালাত উত্তম"

- বই নং - ১২

  সূরা মুজাম্মেল এর বলেছেন-

- পৃষ্ঠা নং - ১০
- " - ১১

এই সূরায় জানা যায় রাতের ১/৩, অর্ধেক ৩/২ ভাগ ঘুমানো সেটা সহজ হয় তাই করা।

কিন্তু দিনের বেলায় কঠিন পরিশ্রম করার নির্দেশ। রাত ও দিনের সম্পর্কে প্রায় ৩৯টি আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু কোথাও দিনের বলায় ঘুমানোর কোন সুযোগ দেয়া হয়নি। এই বিষয়ে আমার মনো আছে যখন আমার বড় আপার বাসায় একটি বই পাই। তার নাম ছিল আদর্শ ছাত্র। বইটায় পাকিস্তান আমলে পাঠ্য ছিল। বইটিতে তিনজন আদর্শ ছাত্রের উদাহরণ দেয়া হয়েছিল-

(১) মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ বইতে দেখা যায় জিন্নাহ রাত জেগে পড়ছেন। তার পাশে কাছে একটি হারিকেন পাশে সেড করা।

(২) একজন বিজ্ঞানী এর রুটিন ছিল শীতকালে তার ঘুম ছিল ৩ ঘন্টা আর গরম কালে ২ ঘন্টা।

(৩) ইমাম হানাফী তার সারা জীবন শুধু আছর থেকে মাগরীব পর্যন্ত খুমাতে বাকী সারা দিন ও রাত ইবাদত কাজকর্মে ইত্যাদি ব্যস্ত থাকতেন।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মাওদুদী (র) এর জীবনের ইতিহাস থেকে জানা যায় তিনি রাতের মাত্র ২/৩ ঘন্টা ঘুমাতেন এই ছাড়া সারা দিন ও রাত আর কোন ঘুমাতে যেতেন না।

তত কিছু এই উদাহরণ দেয়া ছিল এই জন্য যে আমি বলার জন্য যে আমি কেমন কাজ করলাম। বা পরিশ্রম করলাম। কিন্তু সেই মানুষ সেই দিন বাচ্চাদের স্কুলে নেয়ার দিন বাসায় যাওয়ার সময় হঠাৎ আমার খারাফ লাগে। সবাই যাওয়ার জন্য প্রস্তুত কিন্তু আমি বললাম আমার ভালো লাগছে না। তুমি একটি সিএনজি নিয়ে বাচ্চাদের নিয়ে যাও। তারপর বিছানায় শুয়ে পড়ি। শিপু বললো তোমার কি হয়েছে আমাদের স্কুলে নেব না? আমি বললাম না, আমার ভালো লাগছে না। কথা বলতে বলতে কিছুক্ষনের মধ্যেই আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম। তারপর আশিয়ান হাসপাতাল, কর্মিটোলা হাসপাতালা, হার্ট ফাউন্ডেশন ঘুরিয়ে সর্বশেষ ইবনে সিনা হাসপাতালে অপারেশন করা হয়। এবং প্রায় ২২ ঘন্টা পর আমি আবার জ্ঞান ফিরে পাই। আমার তিন মাস স্বাভাবিক চলাফেরা করতে পারিনি। তারপর আমি ৪/৫ পর নানা ভাই এর সাথে দেখা করতে যাই। আমার শ্বশুর, শাশুড়ী, আমার স্ত্রী সম্ভবত আমার সাথে দেখতে গিয়ে ছিলেন। নানা ভাই তখন ইবনে সিনাহ হাসপাতালে ভর্তি। তার ডায়াবেটিস বেড়ে গেয়েছে এবং অন্যান্য চেক আপ করতে। তখন ঘন্টাখানিক পর তারা বললেন চলে যাওয়ার জন্য। আমি বললাম আমার সাথে নানার সাথে কিচু কথা আছে। আমার শ্বশুর বললেন আমারতো অফিস আছে। নানা বললেন তোমার কি বেশি সময় কথা বলতে হবে। আমি বললাম একটু বেশি সময় ঘন্টা দুই। নানা বললেন তাহলে তুমি থাক অন্যরা চলে যাও। সেই অনুযায়ী আমি নানা ভাই এর সাথে থাকি অন্যরা চলে যায়। নানা ভাই বললেন তুমি কি এমন বিষয়ে কথা বলতে চাও বল! আমি বললাম! আমি বুঝতে পারছি না-

(১) কি ভাবে কাজ করব।

(২) কার সাথে কাজ করব।

(৩) কেন কাজ করব?

নানা বললেন এই কথা কেন বলছ? (কথা গুলো একটু গুছিয়ে বলে দিচ্ছি)।

প্রথম কথা বলো- নানা ভাই আপনিতো জানেন আমি শিবির ও জামাতের সাথে সেই দশম স্কুলে থাকতে। সেই থেকে যে কাজ যখন যতটুকু কাজ করার সময় পিয়েছি তাই সাধ্যমত করেছি। কিন্তু গত কয়েক মাস থেকে এটাই এক মাত্র ব্যতিক্রম। প্রথমত হলো আমার অসুস্থতা। অসুস্থতার জন্য প্রথমত আমি কাজ করতে পারি নাই। কিন্তু আল হামদুলিল্লাহ আমি বর্তমানে সম্পূর্ণ সুস্থ। এবং আমি কাজ করতে সক্ষম। এমনকি আমি এখন ড্রাইভিং করছি। কিন্তু তারপরও আমি সাংঘঠনিক কাজ করছি না। সবাই ভাবেন যে আমি পুরাপুরি সুস্থ নই, কিন্তু সবাই যা ভাবে আমি তার চেয়েও বেশি ভালো আছি। কিন্তু কেন আমি কাজ করছি না? কারণ হলো আমার ইচ্ছা হচ্ছে না। এবং এর জন্যই আপনার সাথে কথা বলা। নানা ভাই, আপনিতো জানেন যে প্রত্যেকের বছরে অনেক রুকনের রুকনীয়ত বাতেল করা হয়। ২/১ জন বাদ দিয়ে বাকী সবারই একটি কারণ লেনদেন। লেনদেন এর খারাপ হওয়ার করণেই সবারই রুকনিয়ত হারাচ্ছে। নানা ভাই আপনিতো জানেন বর্তমানে অবস্থা অত্যন্ত ভায়বহ। আমি সারা জীবন কাজ করছি। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমাকে ষষ্ঠ দিয়েছেন। এবং যথেষ্ট বরকত দিয়েছেন। আপনিতো জানেন, আমি আমার যা কিছু আয় হয় তার তিন ভাগ এক ভাগ সংগঠন ও ফি সাবিলল্লাহ দান করি। সেই অনুযায়ী এই ক্ষেত্রে আমার আল্লাহকে কতটুকু ভালবাসি বইটিতে এই ব্যাপারে জানা যায়। www.motaher21.net (Book No- ২৬৮) আমি অধিকাংশ

সংগঠনের লোকজনকে সহযোগিতা করেছি। এবং এখনও করি। কিন্তু দুঃখের বিষয় দুই একজন বাদ দিয়ে সবাই
খেয়ানত করেছে। ওয়াদা করে রক্ষা করে নাই। ধার দিলে আর কখনই ফেরত দেয়নি। দুই একজন হলে মেনে নেয়া যায়। কিন্তু সবারই এই ধরনের অবস্থা হলে কি ভাবে গ্রহন করা যায়! তাহলেই আমি বলতে চাই, এই যদি অবস্থা হয় তাহলে সাথে? কেন? ও কি ভাবে কাজ করব?

নানা ভাই বললেন, তুমি হয়তো বলেছ আমরা কখনো কোন লেনদেনের কোন খারাপ কারিকে কখনো ছাড় দেয়া হয় না। অপরাধী যেই হোক না কেন তাকে যা সম্ভব শাস্তি এবং তার রুকন হলে তাকে তার রুকনীয়তা বাতীল করা হয়। তুমি একটু আমাকে বলতো কার সাথে তোমার কি কাজ করেছে? যেখি তার কি করা যায়। আমি বললাম (xxx) ছাত্র শিবিরের জেলা (xxx) ছিল। সে যখন ছাত্রত্ব থেকে জামায়াতে যোগ দিল, আগে থেকেই আমি তার বিভিন্ন সময় সর্বাত্তক সহযোগিতা করতাম। যখন আমাকে বলল, মোতাহার ভাই আমি এখন কি করব? আমি কি বিদেশে চলে যাব না কি দেশে কিছু করব। আমি বললাম তুমি কি করতে চাও? দেখ আমাকে জানাও কি করতে পার আমি পারলে কিছু করব ইনশাআল্লাহ। তখন সে বলল কাছেই বাজারে একটা ফার্ণিচার এর শো-রুম করা যায়। তখন আমি সেই ফার্ণিচার শো-রুম করতে যা দরকার টাকা দিলাম। তারপর কিছুদিন পর আরো একটা অয়েলডিং ওয়ার্কশপ বানাতে চাইল। তাকেও সেটা দেওয়া হল। তারপর একদিন যে বললো এখানে একটা হাসপাতাল আছে ওরা ১১ জন করেছিল। কিন্তু পার্টনারদের গন্ডগলের জন্য তারা ভালো করতে পারছেনা। আপনি যদি এটা কিনে নেন তাহলে ভালো হবে। জনগণের সহযোগিতা হবে। সংগঠনের কাজও ভালো হবে। যেহেতু অনেক টাকার বিষয় আমি একটু হিতস্তত করছিলাম। পরে এই প্রস্তাবেও রাজী হই।

এর দুই বছর পর দেখলাম যে হাসপাতাল খুবই লছ দিতে হচ্ছে। হাসপাতালের ডাক্তার ও স্টাফদের বেতন এবং আনুসঙ্গিক খরচ চালাতে প্রায় প্রতিমাসে ৪০/৫০ হাজার টাকা দিতে হচ্ছিল। এই ভাবে চলতে পারা সম্ভব নয়। কিন্তু বিক্রিয় করতে পারছিলাম না। এর একদিন জানতে পারলাম যে বিদেশ চলে গেছে। খবর শুনে থান্ডারড হয়ে গেলাম। সেই থেকে শুরু আজ পর্যন্ত আমার পাওনা টাকা গুলো দেয়ার জন্য বলতে থাকি। স্থানীয় দায়িত্বশীলদেরকেও সাথে এই বিষয়ে অনেক বার আলোচনা করেছি।

তারপর সে যখন বিদেশ থেকে ফিরে আসল আমার টাকার জন্য বললাম। অনেক বার কথা হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত দেয়নি। এই বার যখন আমি অসুস্থ হলাম তখন টাকার খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তখন তাকে আমার মেঝ ভাই ও আম্মার মাধ্যমে তাকে বারবার টাকা গুলো দেওয়ার জন্য বলেন। কিন্তু সে বার বারই বলছে, দেব কিন্তু এখন পর্যন্ত আমার এই, ধরনের অবস্থার পড়েও সে একটি টাকাও দিয়েনি।

নানা ভাই আপনিতো সম্ভবত তাকে চেনেন। সে উপজেলায় নির্বাচনে বাইস চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হয় এবং নির্বাচীত হয়। আমাদের বাড়ীর সবাই কি ভোটার তাকে ভোট দেয়ার জন্য আম্মাকে বললে তিনি বললেন এই ধরনের লোককে আমি কখনই ভোট দিবে না। আম্মাকে কিছুতেই তাকে ভোট দিতে রাজি করতে পারি নেই। যেই ভোট আমি সংগঠনের সবাইকে নিয়া সহযোগীতা করতে করেছি। সেই ভোটেও আম্মা বললেন এমন একজন মিথ্যাবাদী, প্রতারককে কখনোই আমি ভোট দেব না। নানা ভাই আপনি বলেন কতবড় দুঃখের বিষয়!!

নানা ভাই বলেন কত দুঃখে এই কথা বলতে হচ্ছে। এই ধরণের উদাহরণ আমার কাছে আরো অনেক আছে। আমারই গনিষ্ঠ লোক। সাত কানীয়ার বাড়ী চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্র আমাদের কলেজ থেকে আমরা তিনজন একই বেচে (২১ তম বেচ) মেরিন একাডেমিতে চান্স পেয়েছিলাম। আমার বন্ধু দুই জনই শিবিরের সাথী ছিল। এর মধ্যে (***) বন্ধুটির সাথেও একই ঘটনা ঘটেছিল। প্রায় একই ঘটনা। আমিতো এতদিন পর আপনাকে বলতে হচ্ছে মনের দুঃখে। আমার বন্ধুটি এখন জামায়াতের নাম পড়তে বলতেও চায় না? নানা ভাই বলেন কেন আমি বলেছি আমি কাকে নিয়া কাজ করব? কেন কাজ করব? কি ভাবে করব? নানা ভাই বললেন এটা আসলেই খুবই দুঃখ জনক। আমাদের সংগঠনের প্রসারের এটাই সবচেয়ে বেশি প্রতিবন্ধি। যাই হোক তুমি স্থানীয় দায়িত্বের সাথে আবারো কথা বল। যদি তারা করতে না পারে তাহলে আমাকে জানাও। আমি জেলা আমীরকে জানাবো।

এরপর আমি তার সাথে অনেক বার কথা বলেছি। আমার আম্মা ও ভাইরাও অনেক বার বলেছেন। তখন জেলা নায়েব আমির এবং দায়িত্ব শীলদের সাথে সে আমিও ২টি মিটিংয়ে বসেছি। কিন্তু এখনো আমি রায়ের অপেক্ষায় আছি। এই শুনে আম্মা বলল আল্লাহর উপর তার বিচারের দেন। নানা ভাই আমি আপনাকে আমার দুঃখ, খোব বলেছি, তখন আপনিই বলেন আমি কি করব?

নানা বললেন দেখ! তুমিতো জান কে কি করছে। সেটা তা আল্লাহ তাকে জবাব দিতে হবে। তোমার টাও তুমিও দিতে হবে। অন্যকেও খারাপ কাজ করছে বলেও তাকে তুমি সংগঠন থেকে দুরে সরাতে পারবে? তোমার নিজের কাজটা তোমার মাধ্যমত্ত্য তোমার কাজ করা। প্রতিদান আল্লাহর কাছেই পাবে। এই দুনিয়াতে যাই কিছু পাও বা না পাও আখেরাতে তো এর সব কিছু পূর্ণ ভাবেই পাবে। এই কথা বলার পর নানা ভাই এর শ্রদ্ধায় আমার আরো অনেক বেশি বৃদ্ধি বেড়ে গেছে। আমার সারা জীবনে সাংগঠনিক কাজের ক্ষেত্রে মাত্র এই ৫/৬ মাস অসুস্থতা ও খোবের কারণে কাজ করিনি। এই ছাড়া আজ কখনো যখন যতটা সম্ভব সাধ্যমত কাজ করেছি।

আর এই ঘটনার পর আমার কাজের রুটিন আবার নতুন রুটিন করেছি। আগে সাধারণ প্রতিনি ৫/৬ ঘন্টা কাজ করতাম এখন কাজ করার চেষ্টা করি ১৯ ঘন্টা। আর খুমানো ৫ ঘন্টা। একটু আগিও বলেছি এই রুটিনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি সূরা মুজাম্মেল এর আলোকে। আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করুন। আমার দায়িত্ব যাতে যথাযথ পালন করতে পারি। নানা ভাইকে ক্ষমা করুন। আমাদের সবাইকে জানতে মাকমু মাহমুদ দান করুন। আমিন।

মুহাম্মদ মোতাহার হোসাই
www.motaher21.net

www.motaher21.net

ইসলামের বিজয়

গতকাল ২:২৮ (আড়াইটা) আলাউদ্দিন ভাই ফোন দিয়েছিলেন। তার আলোচনার বিষয়-
আমিতো কোন নির্দেশ দেইনি। অথবা আমার তো সেই অধিকার নাই। নির্দেশতো বলতে পারে কোন বড় দায়িত্বশীল। আমিতো তেমন নই। আমি বললাম আমি সম্ভবত এইভাবে বলি নাই যে আপনাকে আঘাত করতে পারে। এটাকে একটু অনুরোধ হিসেবে বলাও যায়। একজন শুভাকাক্ষী বা বন্ধুকে যিনি কল্যানকারীর একান্ত আকাঙ্গা বলা যায়। ভাষা যাই হোকনা কেন মুল বিষয়টি একই দেখায়। তারপর তিনি বললেন লেখাগুলো ভালোই হচ্ছে কিন্তু হেডিং গুলো আরো আকর্শনীয় করা যায়। যেমন গতকালের হেডিং ছিল- নানা ভাই এর সাথে সর্বশেষ দীর্ঘ আলোচনা। সেটার বিষয় ছিল লেনদেন এর কুরআনের সূরা আলে ইমরানের ৭৫-৭৬ নং আয়াত (Book # 114/ov)- 259 এবং ৭৭ নং আয়াত। www.motaher21.net.

তিনি বললেন এটা "নানা ভাই এর লেনদেন" ইত্যাদি হেডিং দিতে পারেন। আমি তাকে এই জন্য শুকরিয়া জানালাম।

নানা ভাই এর কথা বলতে চাইলে বিষয়ের তো কোন অভাব নেই। কিন্তু আমি কি ভাবে বলতে পারবো সেটাই সমস্যা। এটাতো কোন উপন্যাস বা গল্প নয় যে মনের মাধুর্য মেখে যা ইচ্ছাই বলা যায়। কিন্তু এটাতো হতে হবে বস্তুনির্ভর। এবং গ্রহনীয়। আমার কি সেই সাধ্য আছে?

এর মধ্যেই বেস কয়েকটি বিষয় মাথায় কিলবিল করছে। কোনটা যে লিখব তাই ভাবছি। এর মধ্যে আমি কাজে হাত দিয়েছি ধারাবাকি কুরআনের আলোচনা। তাই এটার সাথে কি ভাবে সমন্নয় করা যায়? আমার শ্বশুর হলে তিনি চমৎকার ভাবে সব ইতিহাস তিনি বলতে পারতেন। তিনি সেই কলেজ থেকেই তিনি সাংবাদিকে জড়িত। এবং তিনি তখনো "দৈনিক সংগ্রাম" এর সাংবাদিক এবং ডিরেক্টর, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, সহ সম্পাদক। তিনি প্রায় ৪ মাস অধিক অসুস্থ। এই কথা যখন লিখছিলাম তখন ফোন পেলাম তাকে হাসপাতাল থেকে বাসায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমি যেহেতু এতেকাপে আছি তাই আমি তাকে দেখতে যেতে পারছিলাম না। ইনশাআল্লাহ আর ২/৩ বাদেই আমি তার সাথে সাক্ষাত করব। আল্লাহ তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে দিন। এবং আবারো ইসলামের তার পক্ষে কলম কথা বলবে। এই যখন বলছি তখন আমার মনে আসছে নানা ভাই এর সাথে আমার সর্বশেষ যে বিষয়ে কথা বলা হয়েছে সেটা হলো ইসলামের কিভাবে বিজয় করা যায়। আমারও মনে হয় সকল মুনিন মাত্র লোকই তাদের মত, পথ বাদ দিয়ে সবাই একমত যে তারা ইসলামের বিজয় চায়। কিভাবে বিজয় করা যায় এর মত সম্পর্কে সবাই বিভিন্ন পথে কাজ করতে চায় কিন্তু লক্ষ একটাই ইসলামের বিজয়।

নানা ভাইয়ের সর্বশেষ একটি ধারাবাহিক প্রকাশনা ছিল যার শিরোনাম ছিল "আমাদের দায়িত্ব হল আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত হওয়া।" কয়েকদিন আছে নানা ভাই এর দোয়া দিবসের দিনে ফকরুদ্দিন মানিক ভাই (সাবেক ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রিয় সভাপতি) বলেছিল যে তিনি এই বইটি প্রকাশিত করবেন। ইনশাআল্লাহ।

এই বিষয়েই চিন্তি ভাবনা করছিলাম। আমার মনে হয় এটাইতো আমার সবচেয়ে প্রিয় বিষয়। ১৯৭৯ সালে শরীরে যখন যোগ দিলাম, তখন থেকেই আমার মন, দেন সব কাজেই এই কথা থাকতো কিভাবে ইসলাম বিজয় করা যায়। যখন ইসলামী অধ্যায়ন করা শুরু হলো তখন মনে প্রশ্ন আসলো। ধিরে ধিরে কোন জবাবও জানতে পারলাম। এর মধ্যে যখন সাইয়েদ কুতুবের লিখার সাথে পরিচিতি হতে লাগলো তখন নতুন দিগন্ত খোলা গেল। সাইয়েদ (শহীদ) কুতুব এর "ফী যিলালিল কুরআন" এর ভূমিকায় দেখতে পারলাম কিভাবে

কুরআনে জানতে পারলাম ইসলামের সকল বিষয়ের সমাধান পাওয়া যায়। আমার একটি অভাস্য ছিল এবং এখনো আছে যখন কোন প্রশ্ন মনে আসে তখন সমাধান না করা পর্যন্ত আমার ভালো লাগে না। তেমনি একটি বিষয় হলো ইসলামী বিষয়ের জন্য জনসংখ্যা কেমন হওয়া উচিত। এই বিষয়ে (মরহুম) মাওলানা আবু তাহের ভাই, তখন চট্টগ্রাম এর আমীর একদিন এক সুযোগে আমি তাহের ভাইকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলাম, তাহের ভাই ইসলাম বিজয়ের জন্য কি পরিমাণ জনশক্তি হওয়া প্রয়োজন। তাহের ভাই জবাব দিলেন, এর কোন পরিমাণ নেই। কুরআনের একটি উল্লেখ করে। "অনেক সময় অনেক দিন খুব কম পরিমাণ অনেক লোকের উপর বিজয় হয়েছিল।" তার কথা অত্যন্ত মজবুত জবাব। কিন্তু আমার মনে সব সময় এই বেপারে প্রশ্ন আরো "স্পেসিফিক" সুনির্ধারিত আয়অত খুজতে চাইলাম। সম্ভবত নানা ভাইকেও প্রশ্নটি দিয়ে ছিলাম। পরে একদিন এই প্রশ্নের খুব সুনির্দিষ্ট জবাব পেলাম সূরা আল আন ফালে। আমি যেহেতু ধারাবাকি কুরআন আলোচনা শুরু করি প্রায় দের বছর আগে। তার ধারাবাহিকভাবে আলোচনায় আজকে আলোচনা করেছি সূরা আলে ইমরান এর ৭৮ নং আয়াত (Book # 114/৭০)- 262। www.motaher21.net

তার আগেই আলোচনা করেছি সূরা আল আনফাল, আয়াত ৬৫ ও ৬৬ নং আয়াত। (Book # 114/07)- 261। www.motaher21.net.

আমার প্রায় ছাত্র শিবিরের সকল দায়িত্ব প্রায় সভাপতি বা সেক্রেটারী জেনারেল এর সাথে কথা হয়েছে। বিশেষত এই ১০ বছর ছাত্র সংগঠনের সকল পর্যায়ের শীর্ষ নেতাদের সাথে যোগাযোগ হয়েছে। তারা নানা ভাই এর সাথে সাক্ষাত করলেই আমি তাদের সাথে কথা বলতাম। তাদের সাথে সালাম কালাম ছাড়া খুব কথা বলা হতো না। তাদের কথা সাক্ষাতের সময় যেহেতু নির্ধারিত সাক্ষাত থাকত। কিন্তু যদি কোন কারণে সময় হেরফের হতো তাহলে একাধিক জন এক সাথে চলে যেতো। অথবা যদি একধিক লোককে একসাথে দেখা হতো তখন তাদেরকে আলাদা রুমে রেখে নানা ভাই পর্যয়ক্রমে সাক্ষাত দিতেন। এটা ছিল আমার তাদের সাথে গল্প করা যেত। দেশী ও বিদেশী অনেক মেহমানদের সাথে এই সুযোগে আমার পরিচয় ও কথা বলা হতো।

ছাত্র শিবিরের দায়িত্বশীলদের বা জামায়তের দায়িত্বশীলদের আমার দুইটি প্রশ্ন খুব কমন ছিল। ছাত্র শিবিরের দায়িত্বশীলদের ছোট বা বড় দায়িত্বশীলদের আমার প্রশ্ন ছিল- আপনার এলাকার কয়জন শিবির থেকে কতজন কত Pacent (%) রুকন হয়েছেন। এত কম কেন? আপনি কবে রুকন হবেন? এরপর প্রশ্ন ছিল ইসলাম বিজয়ের জন্য কি পরিমান সংখ্যা প্রয়োজন। সুযোগ হলে আমি একই প্রশ্ন আমি জামায়াতের সকল দায়িত্বশীলদের প্রশ্ন করতাম। অধিকাংশই মাওলানা তাহের (মরহুম) এর মতই জবাব দিতেন। কিন্তু তখন তাদেরকে সূরা আল-আনফালের ৬৫/৬৬ নং আয়াতের আলোচনা বলতে চাইতাম। এই আয়াতে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবে বলে দিয়েছেন যদি তুমি মজবুত মুমিন হও তাহলে তোমাদের সংখ্যা যদি ১০% লোক হলেই আমরা বিজয় লাভ করবো (২০০ জনের মধ্যে ২০ জন)। আর যদি দুর্বল ঈমানদারহয় তাহলে বিজয় লাভ করবে (৩৩.৪%) এর উপর। একজন লোক (১০০০) দুই হাজারের (২০০০) এর মধ্যে বিজয় লাভ করবে। আমার কাজে এটা খুবই যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

স্বাভাবিক ভাবে আমার মনে হয় যদি আমাদের জনসংখ্যার যদি রুকন, কর্মী, সহযোগী যদি কোন নির্বাচনে আমাদের যদি ৩৪% এর লোক হয় তাহলে বাকিদের লোকের উপর ইনশাআল্লাহ আমরা বিজয়ী লাভ করব। তবে শর্ত একটাই হলো আমরা ঈমানদার হতে হবে।

যদি ধরা হয় আমাদের জনশক্তি সকল লোকজন হন খুবই মজবুত ঈমানদার হয়ে, যেমন বলা যায় আমাদের সকল জনশক্তি হলো মজবুত ঈমানদার তথা রুকন হয়। তাহলে আমাদের এই সকল জনগণ যদি ১১% হয় রুকন এবং মজবুত ঈমানদার। এমন জনশক্তি হলেই আমরা বিজয় লাভ করব ইনশাআল্লাহ। এই বিশ্লেষণ করা যায়-

(১) যদি সকল জনশক্তি মজবুত ঈমানদার তথা রুকন হয় তাহলে ১১% লোক হলেই ইনশাআল্লাহ জয় লাভ করা করতে পারবো।

(২) আর যদি ৩৩.৪% লোক মোটামোটি মানসম্মত ঈমানদার হলে ৩৩.৪% লোক হলেই ইনশাআল্লাহ বিজয় লাভ করবো।

তখন কথা হচ্ছে আপনারা আন্তরিক ভাবে নিজেকেই প্রশ্ন করুন, আমরা কোন পর্যায়ে এসেছি? আমাদের এই পর্যায়ে আমরা, আমাদের তৎপরতা, কাজ, মজবুত নিয়ে বিশ্লেষন করে আমাদের পরিকল্পনা করা দরকার। সেই প্রস্তুতিটা যদি গ্রহন করি তাহলেই তখন আমরা বলতে পারি আমরা প্রস্তুতি নিয়েছি।

আল্লাহপাক আমাদের সকল ইসলামী নেতা ও কর্মীদের ইসলামের জ্ঞান বৃদ্দি করুন। সঠিক সিদ্ধান্ত দাওয়ার তাইফিক দেন। আমাদের ইসলামি রাষ্ট্র কয়েম করার তাওফিক দান করুন। আমীন, সুম্মা আমিন।

মুহাম্মদ মোতাহার হোসাই
www.motaher21.net

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আমার প্রিয় নানা ভাই
আল্লাহকে কতটুকু ভালোবাসি?

ও মেরিন- Book- 268 **(www.motaher21.net)**

আজকে হঠাৎ করেই মাসুদ মামা (১৪/০৮/২০২১) ফোন দিলেন। (নানা ভাই মকবুল আহমেদ এর বড় ছেলে) শুভেচ্ছা সালাম কালাম এরপর তিনি বললেন-

মামা "আব্ব" কে নেয়া প্রিন্টিং করেছেন? আমি বললাম আমিতো হাতে লিখেছি। আমিন। ভাই বলেছিলেন তিনি কম্পোজ করার কথা। কিন্তু আমি এখনো জানি না? উনার সাথে কথা বলে জানতে হবে। মামা বললেন আপনি একটু খোঁজ নেন। উনার স্বরণীকটি প্রকাশনার ব্যবস্থা চলছে। আমি বললাম এটাতো অনেক বড় হবে প্রায় ৮২ কম বেশী হবে। স্বরণীকায় কতটুকু দেয়ে হবে? তিনি বললেন এত বড় করা যাবে না। কয়েকটি পাতা হতে পারে মাত্র। আপনি বিশেষ বিশেষ অংশ বলে সংক্ষিপ্ত হতে হবে। অনেক আলোচনা করা প্রথম কিস্তিতে লিখে প্রথম অংশটি পছন্দ করা হয়। এই বইটির ব্যাপারে অনেকটু চাপা পড়ে ছিল। আজকে মাসুদ মামার আলোচনার পর আবারো নতুন প্রাণ পেল। রমজানের সময়ই এই সম্পর্কে চারটি কিস্তি লেখা হয়েছিল। দায়িত্বশীলদের সবাইকে লিখের পরপরই সবাইকে জানিয়ে ছিলাম। কিন্তু প্রথম যে উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু করেছিলাম তা ওরা কোন ফিডবেক না পেয়ে আমার লিখা আর আগায় নি। কিন্তু আজকের পর আবার ও প্রাণ ফিরে পেল। আমি মামাকে বললাম- আমি জেনে আপনাকে জানাচ্ছি।

আমিন ভাইকে ফোন দিলাম। তিনি বললেন- কম্পোজ করার জন্য দিয়েছিলাম। কিন্তু কয়েকদিন আগে তাদের কথা হয়েছিল কিন্তু তারা জানাল এখনো হয়নি। আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম তারা কেন করেনি। আমি কি টাকা দেব না? ইত্যাদি। আমিন ভাই বললেন আমি এখন ফেনিতে। ওখানে দেখিছি অনেকেই লিখা পাঠিয়েছিল। পরওয়ার চাচা (Secretary General) ও পাঠিয়েছেন। খুব শিগ্রই সম্ভবত প্রকাশনা হবে। আমিন ভাই আরো বললেন আপনি একটু কম্পোজ করে দিন। তাহলে স্বরণীকার তো তারা সংক্ষিপ্ত হবে। কিন্তু আমি একটি বই আকারে মান সম্মত হলে আমিও প্রকাশ করব ইনশাআল্লাহ।

আমিন ভাই আরো বললেন। (আপনার আব্বুকে) নুরুল আমিন- কে বললেন তিনি ও যেন- আপনিও কিছু লিখে দেন। কিন্তু আমি বললেন তার যে অবস্থা তিনি সম্ভবত লিখতে পারবেন না? আমি আবারও তার সাথে কথা বলব।

আজকে আবার আমীন ভাই এর সাথে কথা হয়েছে। আমার শ্বশুর এর সাথে কথা হয়েছে। তিনি নানা ভাইকে নিয়ে বেশ প্রায় ১২০ টা পাতায় লিখেছেন। তিনি হান্নান চাচাকে নিয়েও লিখেছেন।
মাসুদ মামাকে আবারো ফোন দিয়ে আপডেট টুকু জানালাম।

নানা ভাই এর একটি প্রিয় বিষয় ছিল "ইনফাক ফি ছাবিলিল্লাহ।" আল্লাহর পথে ব্যয় করা। নানা ভাই যখন ওনার সাথে প্রথম কথা হয়েছিল তখন তার অন্যতম ছিল ইনফাক তথা আল্লাহর পথে আয় এবং ব্যয়। সেই সময় চট্টগ্রাম মহানগরীর বায়তুল মাল সম্পাদক ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল ওয়াদুদ। তিনি ছিলেন একই সময়ে BREL এর সাধারণ সম্পাদক। আর আরকান আলি (মুরুব্বি) ছিলেন তার সভাপতি (বেশ কয়েক বছর আগে তিনি ইন্তকাল করেছেন)। তিনি আল্লাহর পথে অর্থ বিষয়ে খুব চমৎকার একটি কথা বলেন। আমার বই-

"আমি আল্লাহকে কতটুকু ভালবাসি।"

www.motaher21.net (Book# ১১) ও (Book# ২৬৮)

এখনো একটি কোটেশন দেয়া হয়েছে "আমি আল্লাহকে কতটুকু ভালবাসি? চায়ের মত ভালবাসি কি? ধরুন আমি প্রতিদিন তিন কাপ চা পান করি। প্রতি কাপ চা ১০ টাকা হিসাবে ৩ কাপ দাম ৩০ টাকা। তাহলে মাসে চা এর জন্য আমার খরচ হয় ৩০×৩০ = ৯০০/- (নয়শত) টাকা। এখন হিসাব করি আমি মাসে আল্লাহর পথে কত ব্যয় করি (এয়ানত দেই)? যদি আমি নয়শত টাকার কম দেই তাহলে আমি কি আল্লাহকে চায়ের মত ভালবাসতে পালাম?

আল্লাহকে পানের মত ভালবাসি? আমার যদি মাসে পানের জন্য খরচ হয় ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা অথচ আমি এয়ানত দেই একশত টাকা তাহলে আমি কি আল্লাহকে পানের মতো ভালবাসতে পারলাম?

আল্লাহকে গোস্তের মত ভালবাসি? আমার যদি মাসে গোস্তের জন্য খরচ হয় ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা, অথচ আমি এয়ানত দেই ২ হাজার টাকা, তাহলে আমি কি আল্লাহকে গোস্তের মত ভালবাসতে পরলাম?

এগুলো কিছু উদাহরণ মাত্র। আমি, আপনি চিন্তা করি!! আমি বা আপনি আল্লাহকে কতটুকু ভালবাসি? কিসের মত?

আল কুরআন এর-

৪র্থ পারার প্রথম আয়াত:- সূরা আল-ইমরান, আয়াত-৯২।

তোমরা কখনই পূণ্য লাভ করতে পারবে না, যতক্ষন না তোমাদের প্রিয় জিনিস হতে আল্লাহর পথে ব্যয় করেছ।

www.motaher21.net (আমার বই নং- ২৬৮) নং বইটিতে বিস্তারিত দেখতে পারেন।

নানা ভাই এর প্রথম সাক্ষাত দেখার দিনিও যখন তিনি বলেছেন (১৯৯১) তোমার পেশা কি? আমি বলেছিলাম মেরীন ইঞ্জিনিয়ার। আমি তখন ছিলাম- 2nd Engineer পরীক্ষা পাশ করেছি। পাশ পরীক্ষা দেয়ার পর আমাকে BSc জাহাজে সরাসরি 2nd Engineer প্রমোশন দেয়া হয়েছে। কয়েক বছর থেকে বাংলাদেশে পরীক্ষা দেয়ার হয়েছিল। কিন্তু আমিই বাংলাদেশ এর মধ্যে প্রথম 2nd Engineer হয়েছি। অর্থাৎ আমার Certificate নং- ১।

আমি আমার পড়াশুনা, সাংগঠনিক কাজ পরীক্ষার প্রস্তুতি সমান তালে চালিয়ে গিয়েছি। তখন ১৯৯১ এর এরশাদ সরকারের পতন হয়েছে। তখন বাংলাদেশের সর্বকালের সবচেয়ে সুন্দর ও সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে। তখন আমি পরীক্ষার প্রস্তুতি করছিলাম। তখন মহিবুল্লাহ ভাই ঢাকা মহানগরীর ছাত্র শিবিরের একজন সদস্য ছিল। তাদের আমার সাথে চমৎকার একটি টিম ছিল। সেখানে আব্দুল মান্নান, তালিব চাচা এবং তার দুই ছেলে মাহমুদ ও মাসুদ ছিল এই টিমের অন্যতম সদস্য। তখন জামাতের ভারপ্রাপ্ত আমির ছিলেন। আব্বাস আলী খান, তার সাথে মির্জা আব্বাস এবং তার সাথে সাবের হোছেন এর সাথে প্রতিধন্দি। নির্বাচনে 'বিএনপি' নির্বাচনে বৃহত্তম দল হিসেবে আর্বভুত হয়। কিন্তু কেহই সমর্থন বিতরকে বি.এন.পি বা আওয়ামীলীগ, জামাত ছাড়া সমর্থন না কেউ সরকার গঠন করতে পারবে না।

সেই নির্বাচনে আওয়ামীলীগ তাদের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী পদের জন্য বদরুল হায়দার অধ্যাপক গোলাম আজমের পদধুলি ও দোয়া নেয়ার জন্য তার বাসায় সাক্ষাত করেছিলেন। তখন জানা যায় আওয়ামীলীগ তখন কয়ালিশনের জন্য বেশ কয়েকটি মন্ত্রীত্বও দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সেই ইলেকশনের আব্বাস আলি খান বিজয় হতে পারেন নি। নির্বাচীত হয়েছিলেন মির্জা আব্বাস। তখন জানতে পারি মির্জা আব্বাসের একটি বাড়ী শহীদবাগে বিক্রয় করে দিয়েছিল। প্রায় ৬ কোটি টাকায়। আর সাবের হোসেন সেই ইলেকশনে খরচ করেছিল ৮ কোটি টাকা। আর সেই ইলেকশনের জামায়াতের ৩০০ আসনে বাজেট ছিল মাত্র ৩০ লাখ টাকা। এই ইলেকশনের বুঝা যায় আমরা আমাদের এই দন্য দশা কেন? সেখানে এক একজন প্রার্থী ব্যয় করে কোটি কোটি টাকা সেখানে আমরা আমাদের ৩০০ জন প্রার্থী মিলেই তাদের একজনের বাজেট ও ব্যয় করে না! এই ক্ষেত্রে তাদের ব্যয় বা আন্তরিকতা কোন পর্যায়ে আর আমাদের কোন পর্যায়ে? বিজয় কি আমাদের হওয়া উচিত না তাদের? আমাদের কি একজনও বলা যাবে যে তাদের কোন বাড়ী, জমিন বিক্রয় করে এই ধরনের কাজে এগিয়েছে? অথচ! আমরা বলে আল্লাহর পথে সর্ব্বোচ্চ মাল ও জানের কুরআন করার জন্য শপথ নিয়েছিল? এটাই কি আমাদের শপথের নমুনা?

এতিমধ্যে আমার পরীক্ষা শেষ, আমাকে জাহাজে যোগদান করার জন্য BSc এর অফিসে পত্র দেয়া হয়। এর মধ্যে মাওলানা আবু তাহের ভাই আমাকে রুকনিয়াত হওয়ার জন্য নির্বাচন করেন। আমি তাহের ভাইকে বললাম আমাকেতো অফিস বলছে জাহাজে যোগদান করার জন্য। আমাকে হংকং গিয়ে জাহাজে যোগ দিতে হবে। সংগঠন এর সবাই জানেন যে, কেউ যদি দশে থেকে বেশি দিন বাহিরে থাকে, তাহলে রুকনদের স্থগিত থাকে এবং সেখানে যদি কোন এলাকার সাথে যোগ দেন তখন যেখানে রুকন হিসেবে কাজ করেন। এবং দেশে আসলে তাদের আবারো নতুন ভাবে রুকনীয়ত পরীক্ষায় পাশ করতে হয়। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে এটা ছিল ব্যক্তিক্রম। প্রশ্নপত্র ১টি প্রশ্ন জবাব দেয়ার পর দায়িত্বশীল সন্তুষ্ট হলে তখন পরবর্তী প্রশ্নটি দিতেন। এই ভাবে সবগুলো ১টি ১টি করে উত্তম জবাব দাওয়া হতো। তাহের ভাই আমাকে সবগুলো প্রশ্ন একসাথে দিয়ে দিলেন। এবং বললেন- আপনি যখন যতটা উত্তর দিতে পারেন অথবা একসাথে সবগুলো উত্তর পাঠিয়ে দিবেন। আমি তখন হংকং থেকে জাহাজে যোগ দিয়েছিলাম। আমাদের যাতায়াত ছিল- "বাংলার দুত" হংকং ..... চিলি বা ব্রাজিল ..... হংকং।

আমি প্রত্যেক মাসের রির্পোট এর সাথে আমি উত্তরগুলো পাঠিয়ে দিতাম। এই জাহাজটিতে আমি প্রায় ৮/৯ মাস ছিলাম। দেশে আসার পর তাহের ভাই আমার প্রশ্নের উত্তর, রির্পোট এবং মান দেখে সন্তুষ্ট হয়ে, কেন্দ্রিয় কন্টাক্টর দেয়ার ব্যাবস্থা নিলেন। তখন (নানা ভাই) মকবুল আহমদ এর সাথে আমার প্রথম সাক্ষাত হয়। এর কয়েক দিন পর আমার রুকনীয়ত মঞ্জুর হয়। আল মাহদুলিল্লাহ। নানা ভাই এর কথার প্রশ্নে ছিল আল্লাহকে কতটুকু ব্যয় করব?

তখন আমি মেরিন একাডেমীর (Phase- III) 'ফেইজ-৩' তে করছি। তখন আল্লামা সাঈদের তাফসীর মাহাফিলের কয়েক দিনের চলছিল। যেহেতু তখন আমার বাসা চট্টগ্রামে লালখান বাজারে বাসায় থাকতাম। সে দিনের মত মাওলানা আব্দুর রহীম (তখন তার বয়স প্রায় সত্তর বছর)। মুরব্বী নিয়ে মাহাফিল দেখতে চললাম। আমরা যোহরের নামাজ পড়েই রওয়ানা হলাম। আগ্রাবাদ হোটেলের আসতেই একজন বললেন। এখান থেকে আর হেটে যেতে হবে। আমি নেমে পড়লাম। একটু অগ্রসর হলেই আমাকে একজন পরিচিত ভাই বললেন আপনার যদি শুধু মাহফিল শুনতে গেলেই শৃংখলা, দায়িত্ব কে পালন করবে? আমি একটু লজ্জিত হয়ে বললাম। কোন অসুবিধা নেই আমি তা যে কোন খানেই দায়িত্ব পালন করতে পারি। আর সবখানেই মাইক আছে। শুনতে অসুবিধা নেই। তখন আমাকে বেজ পড়িয়ে দিলেন। একটি লাঠি ও বাশিও দিলেন। আমাকে পাঠালেন শেষ মাথায় যেখানে কোন রিকশা বা যানবাহন চলতে দেয়া হয় না। ঘন্টা খানিক পরে এখানো অনেক লোক জমতে লাগল। আমি মহা ব্যস্ত সবাইকে সরিয়ে দিতে থাকি। হঠাৎ দেখলাম একটি রিকশা থামল। এখান থেকে নেমে যেতে হবে! এর পরে হেটে যেতে হবে। তারা ভদ্রলোক ভাবেই রিকশা থেকে নেমে আসল। তারা নামার পর দেখলাম আমার বেচমেট মাসুদ আর তার সাথে আমাদের ১৮তম বেচের কিবরিয়া সার। মাসুদ আমাকে চমৎকৃত হয়ে বলল তুমি এখানে কি কর? আমি বললাম তুমি দেখতেই পাচ্ছি সেচ্চা সেবকের কাজ করছি। ওদের সাথে কোলাকুলি করে বলল দেখ আমরা তো এখানেই তে তিন জন আছি। আমাদের বেছের মধ্যে আরো কয়েক জন আছে। কিবরিয়া সার সাথী ছিলেন। আমি বললাম সার আমরা তো একটি ইউনিট গঠন করতে পারি। সার বললেন খুবই ভালো। এরপর কয়েকদিন পরেই মোহাম্মদ আলী সার (১৫তম ব্যাচ) রেডিও ওকিসার আব্দুল জব্বার, এই পাঁচ জন নিয়াই আমরা একটি ইউনিট গঠনের বৈঠক করি। সেই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় মোহাম্মদ আলী সার সব চেয়ে সিনিয়র কিন্তু আমার বাসায় এখানেই (চট্টগ্রাম) তাই আমাকেই সভাপতি করা হয়। অন্যান্যদেরকে বিভিন্ন দায়িত্ব দিয়ে পূর্ণাঙ্গ ইউনিট কায়েম করা হয়। সেই তফসিল মাহফিলেই আমার একটি আলোচনা মনে দাগ করে আছে। আর তাফসির সাঈদীর বলার খুবই আকর্শণীয়। আমিতো ঢাকা, চট্টগ্রাম যেখানেই পেতাম মাহফিল শুনতাম।

সেই চট্টগ্রামে কলেজিয়েট মাঠের মাহফিলের আল্লাহর পথে কতটুকু আমরা ব্যয় করি, সে সম্পর্কে একটি চমৎকার উদাহরণ দিয়েছিলেন। (১৯৮৭ সালে) মাওলানা সাঈদি।

মরুভূমির পথে একজন পথিক দুরের পথে তার প্রিয় কুকুর। কিছু পানি ও খাওয়া নিয়ে রাওয়ানা হলেন। তখন এক সময় তার কুকুরটির খুব পিপাশা পায়। এক সময় তার কুকুরটি মরারমত হয়ে পড়ে। এটা দেখে তার

কান্না শুরু করল। এটা দেখে তখন আরেক জন পথিক তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভাই আপনি কান্না করছেন কেন? তিনি বলল, ভাই আমার প্রিয় কুকুরটি মারা যাচ্ছে। তিনি বললেন কেন? কি হয়েছে। সে বলল, কুকুরটি পিপাসায় মারা যাচ্ছে, তাই কাঁদছি? তিনি বললেন আপনার থলিতে কি আছে? সে বলল, কিছু খাবার ও পানি আছে। সে বলল, তুমি প্রিয় কুকুর টির জন্য কাঁদছ। তোমার থলিতে পানি আছে। কিন্তু তুমি কুকুরকে পানি দিচ্ছনা কেন? সে বলল, আরে কেবুব আমি কি তোমার মত এত বোকা? আমার পানি কুকুরটিকে যদি দিয়ে দেই তাহলে আমার পানি খরচ হয়ে যাবে। কিন্তু আমি যদি কান্না করি আমার তো কোন খরচ হবে না। হা! হা!

হুজুর এই বর্ণনা দিয়ে বললেন আমাদের অবস্থা লোকটির মত। যারা পানি বা প্রয়োজনীয় জিনিস ব্যয় বা খরচ করতে চায় না। কিন্তু মায়া কান্না করতে চায়। বিশেষত ইসলামের জন্য তারা কোন কাজ করতে চায় না। কোন টাকা পয়সা বা মাল পত্র খরচ করতে চায় না। কিন্তু মায়া কান্না করতে তাদের কোন জুড়ি নেই। তারা যত বেশি দরকার হয় কান্না করতে পারে, কিন্তু টাকা-পয়সা, মালাপত্র খরচ করবে না। সেই তাফসীর মাহফিলে মাওলানা সাঈদী বলেছিলেন আরো একটি উদাহরণ দিয়েছিলেন।

আমরা যখন দানের ক্ষেত্রে বলেছেন। ভাই আল্লাহর পথে ব্যয় করতে করতে ফকির হয়ে গেলাম কিন্তু আপনারা যখন কষ্ট করে এসেছেন জান দিয়া দিলাম, এই কথা বলে ১০০ (একশত) টাকা দিয়ে দিলাম। আর যখন কোন নেতা, পাতি নেতা ফোন তুলে বলেন- হেলো! আমি অমুক, আমি 'বদনা' মার্কায় ভোট দিতে নির্বাচনে দাড়িয়েছি। আমাকে এতো লাখ টাকা কালকেই পাঠিয়ে দেন। আমার লোকেরা আপনার প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়ে আসবে। তখন তার স্যার স্যার বলে কোন টু শব্দ না করেই দিয়ে দেয়।

নানা ভাই এই প্রশ্নে করে বলে ছিলাম যাদের বইতে একটি হাদিস পড়েছিলাম। সে হাদিস বলা হয়েছে আমরা আমাদের সহায় সম্পদ যা কিচু পাই তা তিন ভাগ করে-

(১) এক ভাগ "ফি সাবি লিল্লাহ" পথে ব্যয় করা।

(২) এক ভাগ নিজের পরিবার জনকে দেয়া।

(৩) বাকিটা আমার আয় উপর্জন করার কাজে ব্যয় করা।

যেমন ব্যবসা, চাষবাস ইত্যাদি। সূরা বাকারার ২১৯ নং আয়াত ও সূরা আল-ইমরান ৯১নং আয়াতে এটা বুঝা যায়।

নানা ভাই আমাকে প্রায় ৪০ বছর আমাকে খুবই কাছে থেকে দেখেছেন। বিশেষ করে ১০ বছর আমার সাথে ছিলেন। আপনিকে দিখেছি আপনি তো আল্লাহর পথ মাল ও জান দেয়ার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করে দেখেছেন। রুকুনুয়াতের শর্ত অনুযায়ী আমরা যেন মাল ও জান সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে পারি। আল্লাহ আমাদেরকে কুরআন বুঝা, এবং সে অনুযায়ী আমল করার তাওফিক দান করুন।

নানা ভাই এবং আমাকেও সকল মুমিনিরাও মুমিনাত সবাইকে জান্নাতে ফেদা দাউস দান করুন। আমীন।

মুহাম্মদ মোতাহার হোসাইন

www.motaher21.net

আমার প্রিয় নানা ভাই ও Ahamed Deedat

❑ ছবি:

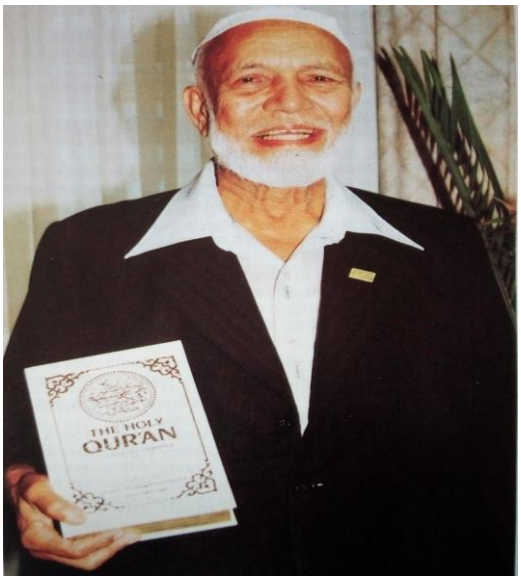

❑ Signature:

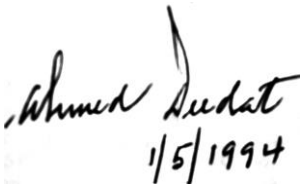

❑ Choice - (1) (2)

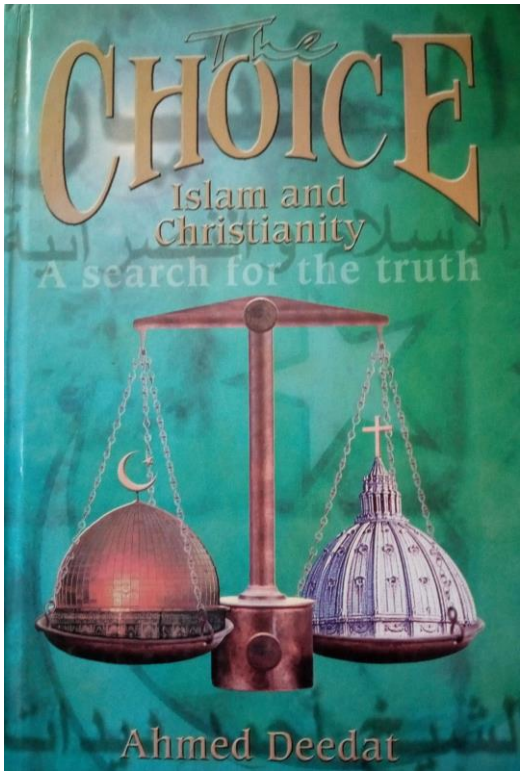

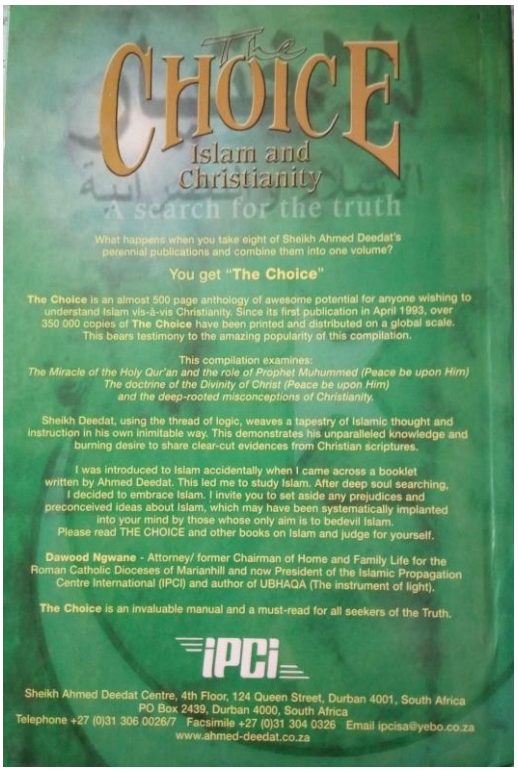

❑ Deedat's theup print : (11-09-2004)

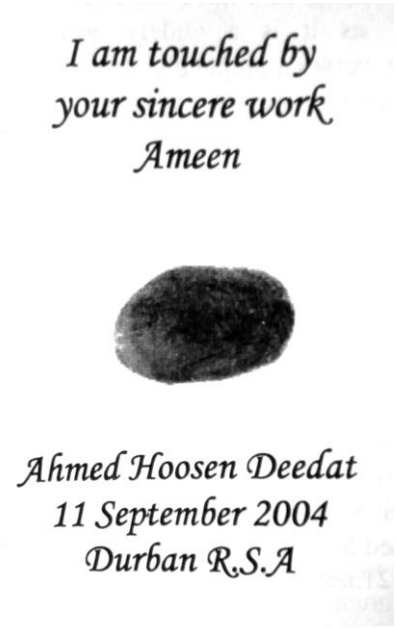

নানা ভাই, সম্ভবত আপনি সবচেয়ে বেশী খুশি হয়েছিলেন যে বইটিতে পেয়ে তা হচ্ছে আহমেদ হুসাইন দিদাত: **The Choice (Islam and christanity)**

বইটিতে সম্ভবত আপনাকে ০১/০৫/১৯৯৪ইং সনে উপহার দিয়েছিলেন। আমারও মনে হয় আমর যত বই পড়েছি তার মধ্যে এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বই। এই বই এর সাথে পরিচিত হয়ে বাংলার মমতা জাহাজে। তখন আমি U.S এতে এসেছি। একদিন হাজাজে এসে জানতে পারলাম মিশনারী লোক এসেছে। সেখানে বেশ কয়েকজন তাদের সাথে যোগাযোগ করছে সেখানে চলে যাওয়ার জন্য। তারা বেশ কয়েকজন এই U.S রয়ে গিয়েছি। তখন গোলাম কিবরিয়া ভাই এর সাথে মিশনারী লোকদের সাথে বির্তক হয়েছিল। আমার একজন জুনিয়র বলল সার আপনি কোথায় ছিলেন? আমি বললাম ইঞ্জিন রুমে কাজ করছিলাম। সে বলল আপনি তো গোলাম কিবরিয়া ভাই একাই তার সাথে বির্তক করছিল। আপনার সাথে থাকলে খুব ভাল ভাবেই তাদেরকে আটকাতে পারতেন।

এটাই ছিল তাদের প্রথম সাক্ষাত মিশনারীদের সাথে counter এরপর অস্টেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং অনেক যায়গায় অনেক বারই কথা হয়েছে। পরপর দেখা হয়েছে ওরা যখন আমার সাথে তাদের আসতো তারা আর আসতো না।

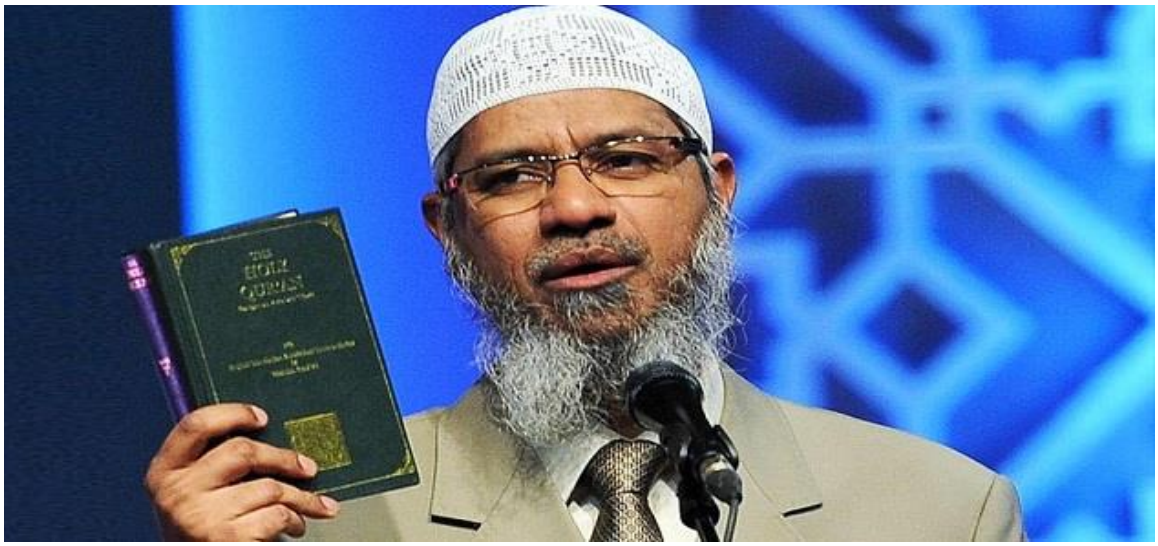

এরপর সাউথ আফ্রিকার ডারবান আসলেই এই শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ দায়ী আহমেদ হোসেন দিদাত। এখানকার সবাই ডাঃ জাকের নায়েক এর কথা সবাই জানেন। কিন্তু তিনি হলেন আহমেদ এর উত্তরসূরী।

২০০৪ এর আমার স্ত্রী ও বড় ছেলে আহমেদ হোসেনের সাথে বেড়াতে গিয়েছিল। সেখানে আহমেদ দিদাত খুবই অদর করেছিল। তাকে যখন আমার English version যখন তাকে উপহার দিয়েছিলাম তিনি খুবই উৎসাহিত হয়েছিলেন। এবং বললেন এগুলো প্রকাশনা করা জন্য। সৈয়দ আহমেদ দিদাত এর উৎসাহেই আমি এটা প্রকশনার English version আমার বই "হে মুমিনগণ" Wo Yo Who Believe" প্রকাশনার জন্য যোগাযোগ করতে পারলাম। হিসাব করে দেখলাম ঢাকা থেকে প্রিন্ট করতে যত খরচ হয় তা ডারবান থেকে প্রকাশনার প্রায় ২গুণ খরচ। তাই তার সাথে আলোচনা করে ঢাকা থেকে প্রকাশিত করা হয়। পরে এই বইগুলো IPCI এর সকল দেশ, প্রায় ৫২টি দেশে ১০টা করে বই পাঠিয়ে দেয়া হয়।

এটাই ছিল আন্তর্জাতিক, এটাই ছিল আমার প্রথম প্রকাশ। এরপর আন্তর্জাতিক খাতে আমার দ্বিতীয় প্রকাশ হলো ২০১৫। এটা প্রকাশিত হয়েছিলেন জুলাই, ২০১৫।

❑ কভার:

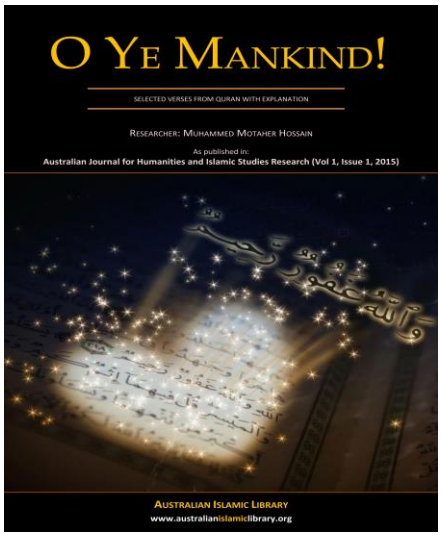

❑ Prining:

বর্তমানে আমি চেষ্টা করছি বই লেখার জন্য। আজকে ২১/০৮/২০২১ আমার বই এর সংখ্যা- ৪০০ মাত্র। www.motaher21.net (|Book # ১১৪/199)- ৪০৪

বর্তমানে আমি চেষ্টা করছি সারা বাংলাদেশে সকল লোকে প্রত্যেক জুমায় বই দেয়ার হচ্ছে। গতকাল ২০/০৮/২০২১ এর ঢাকার নিকুঞ্জ ১৩/১৪ মসজিদে প্রায় ৮০০ লোককে বই দিয়েছি।

আল হামদুলিল্লাহ নানা ভাই এর সাথে ও কাজে সব সময় বিভিন্ন বিষয়ে কথা হয়। গতকালই শিপু বলল তুমি ১০ বছর নানার কাছে ছিলা কিন্তু তুমি নানা ভাই এর সাথে তুমি কি তার আচরণের কিছুই শিখতে পারনি? শিপু যখনি রেগে যায় তখন নানা ভাই এর আমর দুর্বলতার আর নানা ভাই এর প্রশংসা সব সময় বলে। আমি শুধু একটু হাসি। মনে মনে বলি কোথায় নানা ভাই আর কোথায় আমি! তার সাথে কি কোন তুলনাই করা যায়?

আল্লাহপাক নানা ভাই কে সর্বোচ্চ মর্যাদা মাকামে মাহমুদ দানকরুন। আমাদেরকেও দুনিয়া ও আখরাত সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করুন। আমীন।

মুহাম্মদ মোতাহার হোসাইন
www.motaher21.net